ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 December 2021 ■ আগরতলা ৬ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৯ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গুলিতে ১৫ গ্রামবাসী নিহত, এক জওয়ান খুন জনতার রোষে

আসাম রাইফেলসের অসতর্ক অ্যাম্বুশে নাগাল্যান্ডে গণহত্যা

মন শহরে তান্ডব ● আসাম রাইফেলস ক্যাম্পে আগুন ● বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

কোহিমা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি বর্ষণের ঘটনায় আজ রবিবার বিকেল পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬। গতকালের ঘটনায় উত্তেজিত জনতার হামলায় এক সেনা জওয়ানের মৃত্যুর পাশাপাশি ছয় জওয়ান আহত হয়েছেন। পোড়ানো হয়েছে সেনাবাহিনীর তিনটি গাড়ি।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে উচ্চস্তরীয় এসআইটি গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। শান্তি বজায় রাখতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আজ তড়িঘড়ি দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরেছেন। আসাম রাইফেলস-এর গুলি বর্ষণ এবং নিরীহ গরিব নাগরিকদের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকতে পারেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, কোহিমায় অবস্থিত প্রতিরক্ষা দফতরের জনসংযোগ আধিকারিক সুমিত কে শর্মা গতকাল সংঘটিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে জনসংযোগ আধিকারিক বলেছেন, 'শনিবার সংঘটিত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় প্রাণহানির কারণ উদ্ঘাটন করতে সর্বোচ্চ স্তরে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জনসংযোগ আধিকারিক শর্মা বিবৃতিতে আরও বলেছেন, উগ্রপন্থীদের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তা পেয়ে শনিবার বিকেলে তাঁরা ওটিং গ্রামের কাছে অতর্কিত হামলা করেছিলেন।

ঘটনা গতকাল শনিবার বিকেলে নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্ত-ঘেঁষা মন জেলার তিরু ও ওটিং গ্রামের মধ্যবর্তী রাস্তায় সংঘটিত হয়েছে। তিরু গ্রামের কয়লা খাদানে দৈনন্দিন কাজ সমাপ্ত করে ওটিং গ্রামের মানুষ একটি পিক-আপ মিনি ট্রাকে করে তাদের ঘরে ফিরছিলেন। সে সময় এরা জঙ্গি সদস্য ধারণা করে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা গুলি বর্ষণ করতে থাকেন। গুলি বর্ষণে ঘটনাস্থলে ছয় (৬) জনের মৃত্যু হয়। আহত বহুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। সেখানে গত রাত থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত আরও নয় (৯) জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে মোট ১৫ জন গ্রামবাসী মৃত্যুবরণ করেছেন, জানা গেছে বিশেষ সূত্রে।

এদিকে, অবাঞ্ছিত এবং গ্রামের নিরীহ বাসিন্দাদের ওপর নির্বিচারে গুলি করে মেরে ফেলার খবরে বিকেল থেকে গোটা রাত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামের উত্তেজিত জনতা রাস্তায় বের হয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালান। তাঁরা নিরাপত্তা বাহিনীর টাটা সুমো, জিপসি সহ তিনটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে ভস্ম করে দেন। গ্রামবাসীর আক্রমণে আসাম রাইফেলস-এর এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা গৌতম লাল বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গণ-হামলায় আহত হয়েছেন আরও ছয় (৬) জওয়ান। তাঁদের চারজনকে দিনজান হাসপাতাল এবং দুজনকে ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

নাগাল্যান্ডে অ্যাম্বুশে নিহত গ্রামবাসীদের পরিবার সহ স্থানীয় জনগণ নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষোভে। ছবি-ট্যুইটার

এদিকে নাম প্রকাশ গোপন রাখার শর্তে নিরাপত্তা বাহিনীর জনৈক আধিকারিক বলেছেন, 'সম্ভবত ভুল বোঝাবুঝির দরুন অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তবে ওই এলাকায় এনএসসিএন (কে) জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি বড় দল ঘাঁটি গেড়েছে বলে এক খবর ছিল। এই খবরের ওপর ভিত্তি করে সম্ভবত কয়লা শ্রমিকদের জঙ্গি ক্যাডার ভেবে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। অবশ্য গোটা ঘটনার তদন্ত হলে প্রকৃত রহস্য বের হবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সেনা-জনতার সংঘর্ষে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশিত গুলি বর্ষণের স্পেশাল এসআইটি তদন্তে আসল ঘটনা প্রকাশ পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাজ্য সরকার যে উচ্চস্তরীয় সিট গঠন করেছে, তার মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাবে এবং নিশ্চিভাবে ভুক্তভোগীদের ন্যায় পাইয়ে দেওয়া হবে, ট্যুইটে লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত।

অন্যদিকে, গতকাল সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কঠোর নিন্দা জানিয়ে নিহতদের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। তিনি গোটা ঘটনার তদন্ত করতে উচ্চস্তরীয় স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম (এসআইটি) গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটে এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'মন-এর ওটিং গ্রামে সাধারণ নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং অত্যন্ত নিন্দনীয়। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উচ্চস্তরের এসআইটি তদন্ত করে দেশের আইন অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার প্রদান করবে।' মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন টুইটবার্তায়।

গতকাল শনিবার বিকেলে নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্ত-ঘেঁষা মন জেলার তিরু ও ওটিং গ্রামে আধাসেনা গুলি করে নিরীহ গরিব ১৫ জন নাগরিককে মেরে ফেলায় জ্বলছে মন শহর। আজ বিকেলে উত্তেজিত হাজারো জনতা মন শহরে অবস্থিত আসাম রাইফেলস-এর আউটপোস্টে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছেন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী শূন্যে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছে।

গতকালের ঘটনার পর আজ সকাল থেকে কাতারে কাতারে সাধারণ নাগরিক মন শহরে এসে জমায়েত হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকল ত্রিপুরা পিপলস্ ফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। আগামীকাল তথা ছয় ডিসেম্বর ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকল ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট। দলের সভানেত্রী পাতাল কন্যা জমাতিয়া এক প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন, কোনাবন ক্যাম্পে টিএসআরের দুই জওয়ানকে দিনদুপুরে খুনের ঘটনা প্রমাণ করছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পারিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তাছাড়া তিনি রাজ্যে বেশ কিছু হত্যাকান্ডের ঘটনা উল্লেখ করে দাবী করেছেন আগামীকাল তথা ছয় ডিসেম্বর গোটা রাজ্যে বন্‌ধ পালন করার জন্য।

চলতি মাস থেকে ছুটবে আগরতলা-শিলচর-আগরতলা জনশতাব্দি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বরাক উপত্যকা আরও একটি নতুন ট্রেন পেতে চলছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি মাস থেকেই আগরতলা-শিলচর-আগরতলার মধ্যে জনশতাব্দি সুপারফাষ্ট এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে আগরতলা-শিলচর-আগরতলার মধ্যে জনশতাব্দি ট্রেন চালানোর জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। তার পরই এই ট্রেনটি চালানোর জন্য রেলওয়ে বোর্ডের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে রেলওয়ে বোর্ড উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা ও অসমের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর শিলচরের সঙ্গে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে এক বৃহৎ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এমন ভাবনাচিন্তা করে আগরতলা-শিলচর-আগরতলার মধ্যে সুপারফাস্ট জনশতাব্দি এক্সপ্রেস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে বোর্ড।

বর্তমানে ১৫৬৬৩/১৫৬৬৪ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী ট্রেন শিলচর ও আগরতলার মধ্যে চলাচল করছে। তাই আগরতলা-শিলচর-আগরতলার মধ্যে প্রস্তাবিত জনশতাব্দি এক্সপ্রেস চলাচল শুরু হলে বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরার মানুষের জন্য লাভদায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, জনশতাব্দি এক্সপ্রেসটি আপাতত আগরতলা-শিলচর-আগরতলার মধ্যে সপ্তাহে তিনদিন চলাচল করবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় হাসপাতালে একাংশ স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বিশালগড় হাসপাতালে একাংশের স্বাস্থ্যকর্মী ও টেকনিশিয়ানের বিরুদ্ধে রোগীদের অভিযোগ দিন দিন বাড়ছে। হাসপাতালে নেবে রক্ত পরীক্ষা সহ অন্যান্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে রোগীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ল্যাবে ব্লাড টেস্ট করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজনদের।

জানা যায় শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ মহাকুমা হাসপাতালের ল্যাবে ব্লাড টেস্ট সহ বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে রোগীদের। রোগীদের অভিযোগ প্রতিনিয়ত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে রোগী ও রোগীদের পরিবারের লোকজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

শেষ পর্যন্ত বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালের ল্যাবে টেস্ট না করেয়ে টেস্ট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। মহাকুমা হাসপাতালের ল্যাবে ব্লাড টেস্ট করে সঠিক টেস্টের কাগজ দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর ত্রিপুরায় একাধিক পথ দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর।। শনিবার বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একাধিক পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলা। প্রথম পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেলে কাঞ্চনপুর মহকুমাধীন সাতনালা এলাকায়। এতে এক ছাত্র স্কুল শেষে পালসার বাইকে করে বাড়ি যাওয়ার পথে সাতনালা এলাকায় আসলে অপরদিক থেকে আগত একটি মালবাহী টাটা ম্যাজিকের সাথে সজোরে ধাক্কা লেগে গুরুতর ভাবে হয়। পরে তাকে আশংকাজনক অবস্থায় প্রথমে কাঞ্চনপুর হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়।

দ্বিতীয় পথ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর মহকুমার টঙ্গিবাড়ি এলাকায়। এতে টিআর ০২ সি ৭৩৮৩ নম্বরের বাইকের সাথে দ্রুতগামী একটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে চালক স্কুটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় পিচ রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন বাইক চালক টিঙ্কাই সিনহা (২১) এবং বাইক আরোহী নিভা রায় (৩৪)। নিভা রায় বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে শিলচর মেডিক্যা কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তৃতীয় পথ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে গণহত্যা ঃ কে কি বললেন

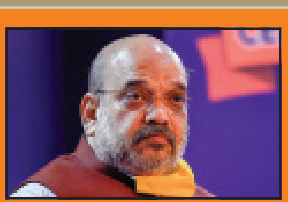

কোড অফ ইনকোয়ারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

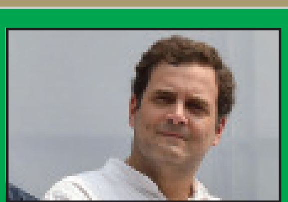

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আসলে করছেটা কী

রাহুল গান্ধী
কংগ্রেস সাংসদ

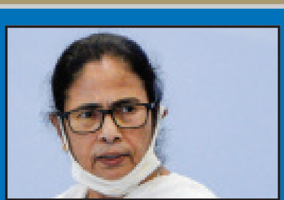

ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ঘাতক টিএসআর জওয়ান পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর।। দুই সহকর্মীকে সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে খতম করার ঘটনায় যুক্ত ঘাতক টিএসআর জওয়ান সুকান্ত দাসকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড দিল আদালত। গতকাল কোনাবন ক্যাম্পেই খুন হয়েছিলেন সুবেদার মার্ক হাসিন জমাতিয়া এবং নায়েক সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়া। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটির আবেদন করে তাতে সাড়া না পেয়ে মানসিক অবসাদপ্রাপ্ত হয়ে কর্মরত অবস্থায় দুই সহ র্মীকে নিজের বন্দুক থেকে গুলি করে হত্যা করলো এক টি এস আর জওয়ান। যদিও অভিযুক্ত জওয়ান সুকান্ত দাস ঘটনার পর মধুপুর থানায় নিজেই আত্মসমর্পণ করে। ঘটনা শনিবার সকালে মধুপুর থানাধীন কোনাবন জিজি এস ও এন জেসিতে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন মার্ক হাসিন জমাতিয়া এবং কিরণ কুমার জমাতিয়া নামে দুই টি এস আর জওয়ান। এদিকে শনিবার রাতেই রঙ্গদুলাল দেববর্মা নামে এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেখাচিত্র ব্যক্তি ঘাতক টিএসআর জওয়ান সুকান্ত দাস। ছবি নিজস্ব।

মোবাইল টাওয়ার বসানোকে ঘিরে জনমনে চরম অসন্তোষ

কৈলাসহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসানোর উদ্যোগে এলাকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা।টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অমান্য করে ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ নেওয়ায় কৈলাশহর লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে এলাকাবাসী এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের তরফে পৃথক পৃথকভাবে জেলাশাসকের নিকট অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কিন্তু তারপরও টাওয়ার বসানোর কাজ জোরকদমেই চলছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় এলাকার রাজা মিয়া নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মোতাবেক স্কুল, হাসপাতাল, আবাসিক এলাকা, আন্তর্জাতিক সীমানা ইত্যাদি এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসাতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে হয়।

জেলাশাসক অফিসের সার্ভেয়ার আব্দুল কাইয়ুম এর সাথে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানান। ওয়ার্ল হেলথ অর্গানাইজেশন এর তরফে মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশন এর ফলে মানব দেহে কি কি প্রতিক্রিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ৬১ ■ ৬ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৯ অগ্রহায়ণ ■ সোমবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অস্তিত্ব সংকটে বামেরা

ত্রিপুরা,পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় সিপিআইএম দশকের পর দশক ধরিয়া তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক চাপের মুখে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাইতেছে বাম সংগঠ।একটি স্লোগানের নীরব বিদায় হিসাবেও দেখা যাইতে পারে ঘটনাটাকে। সিপিএম-এর সাম্প্রতিক একটি দলিল পার্টিচিঠি-২, সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অনুমোদিত সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের পর্যালোচনা পড়িয়া মনে হইতেই পারে, বুদ্ধ-যুগ ছাড়িয়া সিপিএম যেন ফিরিয়া যাইতে চাইতেছে তাহাদের পুরনো দিনে। যেখানে বামপন্থা নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ কম, চেনা পথের উপর নির্ভরতা বেশি। কেউ এটাকে বলিতেই পারেন চরম বিপর্যয়ের মুখে এও এক ধরনের ''ব্যাক টু বেসিকস''-এর ভাবনা-চিন্তা। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'', শিল্পায়নের এই স্লোগান নাকি বামফ্রন্টের থেকে মানুষকে দূরে সরাইয়া নিয়া গিয়াছে। সিপিএম-এর পার্টিচিঠিতে বলা হইয়াছে, ''নন্দীগ্রামের ঘটনাবলীর সময় আমরা কৃষি আমাদের ভিত্তি ও শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ স্লোগান দিয়াছিলাম, যাহা আমরা নির্বাচনেও প্রচার করি।

এই স্লোগান মানুষকে জমি অধিগ্রহণ নীতির সময়কালের কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। যাহার ফলে বামফ্রন্ট থেকে গ্রামীণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।'' বোঝা যাইতেছে, সরাসরি ভাবে না বলিলেও, প্রায় দেড় দশক পর শিল্পায়নের স্লোগানে ''শান্তিতে ঘুমোও'' অর্থাৎ ''আরআইপি'' মোহর লাগাইয়া দিল দল। ওই স্লোগান আর শোনা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন বার বার এই শোচনীয় পরাজয় ? কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে গত ৭৫ বছরে।এইবারের ফলই সব থেকে বড় বিপর্যয়। দু''টি ক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম, ব্রিগেডে পার্টির ডাকে ''দশ লক্ষ'' মানুষের জমায়েত হইয়াছে, কিন্তু ভোটে তাহার কোনও প্রতিফলন নাই কেন! আর, দ্বিতীয়, সমস্ত ধরনের সংগ্রাম ও লড়াই আন্দোলন সত্ত্বেও ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে পাওয়া ১৯.৭৫ শতাংশ ভোট কমিতে কমিতে ২০২১-এ ৪.৭৩ শতাংশ হইল কী করিয়া ?

সিপিএম-এর ব্যাখ্যা, অন্য সব দলকে গুরুত্বহীন করিয়া তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিই এখন রাজ্য রাজনীতিতে প্রধান শক্তি। একই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, দলের কর্মীরা যেন না ভাবেন, এমন দ্বিমেরু রাজনৈতিক আবহ তৈরিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে কোনও গোপন বোঝাপড়া হইয়াছে। বিজেপির রাজনীতি ব্যাখ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে, দেশব্যাপী বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির ফলে ভারতের সকল রাজ্যে বিজেপি এখন নিয়ন্ত্রক হইয়া উঠিতে চাইছে। ফলে ত্রিপুরাতেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে। পশ্চিমবঙ্গ দখলের স্লোগান দিয়া বিজেপি অগ্রসর হইতে থাকে বিধানসভা ভোটে। তৃণমূল প্রবল ভাবে রুখিয়া দাঁড়ায়।ফলে লড়াইটা দ্বিমুখী হইয়া যায়। বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের লড়াইটা নকল লড়াই, ওদের মধ্যে গোপন সমঝোতা আছে, এমন ভাবনা যে দল এত দিন প্রচার করিয়াছিল এবং তাহা যে ভুল হইয়াছিল, এর ফলে যে দলের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, সে কথাও অকপটে স্বীকার করা হইয়াছে এই পার্টি-নথিতে। এই সব কথার মধ্যে দিয়া যেটা স্পষ্ট, সেটা হইল, সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে তাহাদের মূল্যায়ন আংশিক ভাবে হইলেও পাল্টাইয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নাম না করে বলা হইয়াছে, সর্বত্র দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনাকে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার আক্রমণ করিয়া চলিয়াছে এবং এর ফলে আঞ্চলিক দলের নির্বাচিত রাজ্য সরকারের অধিকার প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হইতেছে বিজেপির হাতে। আর এই কাজ করিতে, আরএসএস প্রচারকদের রাজ্যপাল করিয়া সেই সব রাজ্যে পাঠানো হইতেছে। রাজ্য সরকারের স্বাধীনতায় নির্লজ্জ ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া চলে। এর ফলে ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষ বাড়িতে থাকে। কখনও নাম করিয়া কেন এত কথা বলিতে হইতেছে ? সম্ভবত তৃণমূল সম্পর্কে দলের মূল্যায়ন যে বদলাইতেছে সেই কথাটা দলের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সর্ব স্তরে নিয়া যেতে চাইছেন নেতারা। এটা সিপিএমের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

দিঘা বেড়াতে গিয়ে অনেকেই হোটেল-বন্দী

দিঘা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবারের মতো রবিবারও সকাল থেকে মেঘে ঢাকা দিঘার আকাশ। সমুদ্রও উত্তাল। সকাল থেকেই মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছে। দিঘার পাশাপাশি বৃষ্টি হচ্ছে মন্দারমনি ও শঙ্করপুরেও। সমুদ্রের পাড়ে পর্যটকদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলেও ভিড় অনেকটাই কম। আবহাওয়া খারাপ থাকায় সপ্তাহান্তের ছুটির দিনের চেনা ছবি আজ উধাও দিঘা ও মন্দারমনিতে। বেড়াতে গিয়ে দিঘা ও মন্দারমনিতে হোটেল বন্দী পর্যটকরা।

পর্যটক ও স্থানীয় মানুষজনকে সতর্ক করতে মাইকে প্রচার চলছে শনিবার থেকে। রবিবারও প্রচার চালানো হয়। সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে বা গার্ড ওয়ালের ধারে জলোচ্ছ্বাসের মজা নিতে গিয়ে কোনও প্রাণহানি যাতে না ঘটে সে দিকে কড়া নজরদারি চালায় স্থানীয় প্রশাসন।

বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রচারে বিজেপি প্রার্থী মিনা দেবী পুরোহিত

কলকাতা,৫ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। বৃষ্টি হলেও বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর নজর কলকাতা পুরসভার ভোটে। কারণ আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। পুরভোটকে কেন্দ্র করে ছুটির দিনে বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রচারে বিজেপি প্রার্থী মিনা দেবী পুরোহিত।

নজরে পুরসভার ভোট। পুরভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। সেই তালিকা থেকে বাদ নেই বিজেপির মীনা দেবী পুরোহিতও। পুরভোটে কার হবে জয় সেদিকেই নজর রাজনৈতিক দলগুলোর। পুরভোটের জন্য জোর কদমে প্রচার সারছে বিজেপি, তৃণমূল , সিপিআইএম। কলকাতা পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী মীনা দেবী পুরোহিত। তীব্র বৃষ্টিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদিন ওই এলাকা থেকেই বড়বাজারে প্রচার শুরু করলেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী মীনা দেবী পুরোহিত। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধ চারন করে তৃণমূল প রিচালিত পুরসভা চাইনা এমনটাই প্ল্যাকার্ড তুলে প্রতিবাদ জানানো হয় বিজেপির তরফে। পাশাপশি মীনা দেবী পুরোহিতের সেই প্রচার এলাকায় একটি বেডের উপর পুতুল সঙ্গে প্রতীকী মশা রেখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এদিন বিজেপির তরফে।

গান্ধিজির উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন

রিপন হালদার

---আপনি গান্ধিজিকে চেনেন তো?-চিনি মানে?-সরি। মানে ওঁর সম্পর্কে জানেন তো? বর্তমান সময়ে ওঁর সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন? এই আর কী। -তাই বলুন। সত্যি বলব? এডিট করবেন না তো? -সিওর। সত্যিটাই তো শুনতে চাইছি। এডিটের প্রশ্নই নেই। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের।- ঘটানা হল ওনাকে শুধু টাকার মধ্যে বন্দি করে রেখেছি আমরা। দেখুন চারদিক ঘুরে। অহিংসার কথা বলে দেখুন তো একবার। আমার এক কলিগ কী বলে জানেন? -কী বলে? -বলে, ওনার জন্যই নাকি ভারতের এই অবস্থা। -কী অবস্থা?-এই যা কিছু সমস্যা-কলিগ আরো বলে, "উনি বলেছিলেন না আমার দেহের উপর দিয়ে দেশভাগ হবে। হলে তো আর ওনার দেহও অক্ষত রইল। কিন্তু অমরা তো জানি পরিস্থিতি তখন ওঁর পক্ষে ছিল না। অবশ্য পরে এর জন্য তো ওঁকে জীবনও দিতে হল। একথা শুনে কলিগ রেগেমেগে বলে, "রাখের কথা হল শুধু আমার কলিগই না, আমার পরিচিত অর্ধপরিচিত সবারই মোটামুটি এই মত।-তাই? তা আপনার নিজের কী মত? -আমার মতে আর কী যায় আসে। এদের বোঝাতে পারি না। মানুষটার আত্মত্যাগ, সরল জীবনযাপন, সততা এর সামান্যও যদি মানুষ নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারত দেশটা আজ এমন হত না। আসল কথা বল সততা। এটা খুব ইস্পারট্যান্ট জিনিস... এতে হবে না আরো বলব? -ঠিক আছে।

-রাতের খবরেই দেখতে পারো তো? চলি। আমাকে এখন আবার নায়িকাকে মেকআপ করতে যেতে হবে। -মানে। ইন্টারভিউয়ের শুরুতে যে বসলেন আপনি মাস্টার?- হ্যাঁ। ঠিকই তো বলেছি, আমাকে তো ইন্ডাস্ট্রিক সবাই মেকআপ-মাস্টারই বলে ডাকে। -ধুর। টাইম খারাপ করলেন। সব ডিলিট করতে হবে। যতসব ভুলভাল লোক। -আমি কী ভুল করলাম। আপনিই তো বুঝতে ভুল করলেন। কিন্তু কথাগুলো তো ঠিকবলেই। রাখা কি যায় না। -ভেবে দেখব। যান তো এখন। মাথা গরম করবেন না। অফিস থেকে বলে দিয়েছে সন্ধ্যার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে। বারোটা বেজে গেল। ঠিকঠাক একজনও পেলাম না। আচ্ছা, এখন থেকে এসপ্ল্যানেড কীভাবে যাব? -নিজে খুঁজে নিন। -ধুর। কিছু হবে না এই দেশের। বাসে বসার জায়গা নেই। দাঁড়ানোও মুশকিল এত ভিড়। রিপোর্টেরের চোখ গেল সামনে ড্রাইভারের দিকে। তার পাশে থাকা ইঞ্জিনের ওপর মালভূমির মতো আকারের উঁচু জায়গাটার দিকে। মানুষের জীবনন্ত রক্তমাংসের দেয়াল ঠেলে ভারী ব্যাপ কাঁধে নিয়ে রিপোর্টর অনেক কষ্টে সেখানে পৌঁছলেন। এবং বসেও পড়লেন। সামনের কাচের ওপারে বিরাট যান-বাহনে ভর্তি রাস্তাটা আগে আগে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রিপোর্টের অনুভব করলেন ভিড়ে ভিড়ে থইথই বাসে কেন শুধু ইঞ্জিনের উপরটাই ফাঁকা। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে কামেরা ঢাকার তোয়ালেটা বের করে সেই উষ্ণ তাওয়ায় রেখে তার উপর একটু আরাম করে বসলেন। হঠাৎ বাসটা থেমে গেল। থেমে গেল তা থেমেই রইল। আর চলছে না। নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে আর চলবে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা। মিনিট দশেক হয়ে গেল। ড্রাইভারের দিকে তাকালেন রিপোর্টার। মুখের চামড়ায় বয়সের ছাপ। মাথা টাক। গায়ে রঙিন স্যান্ডো পেঞ্জি। সুঠাম চেহারা। একমনে তাকিয়ে আছেন। সামনের দিকে। মুখমণ্ডল ফুটে ওঠা বিরক্তভাব যেন তোয়ালে দিয়ে ঘন ঘন মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। রিপোর্টার সুযোগ বুঝে ক্যামেরা বের করতে করতে বললেন-দাদা, জ্যাম সরতে কত সময় লাগতে পারে? -আমাকে বলছেন?-হ্যাঁ হ্যাঁ। -ঠিক বলতে পারব না। গাড়িও খারাপ হয়ে থাকতে পারে। দেখতে হবে। কোথা থেকে আসছেন?-এখানেই থাকি। রিপোর্টার। -তাই বলুন। আপনারা তো উপরতলার লোক।

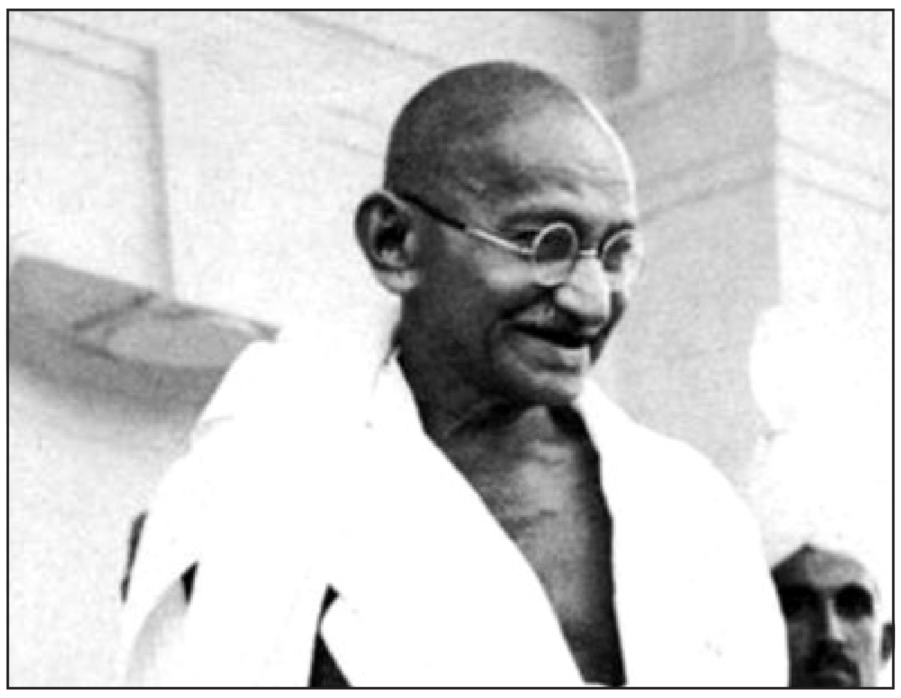

-কী যে বলেন আপনি আমি উভয়েই মাস-মজুর।-তা আপনারা বাসে? -আর বলবেন না। কলকাতার উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা। দাদা, একটা প্রশ্ন করতে পারি?-বলুন, বলুন। রিপোর্টার প্রশ্ন করেব না তো কে করবে? -ক্যামেরাটা অন থাকলে কোনো অসুবিধে নেই তো?-নো প্রবলেম। দাঁড়ান, মুখের ঘাম মুছে নিই। এবার বলুন। -আপনার নাম? -গান্ধি। -মানে?-মানে আবার কী? সুরজলাল চম্পকলাল গান্ধি। তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়।-তাই বলুন। আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম। আচ্ছা, জাতির পিতা গান্ধিজি সম্পর্কে আপনার কী মত? -কোনো মত নেই। কাম করি, খাই-পি নিন্দ যাই। তবে আমার রাজ্যের লোক ছিলেন। নমন জানাই।-তাও ওঁর আন্দোলন, মানের দেশের প্রতি অবদান, বর্তমান অবস্থা কী সব কঠিন বাংলা বলছেন। একটু সহজ করে বলুন। বাংলাটা ভাল বলতে পারলেও কঠিন তথা বুঝতে অসুবিধা হয়। -আচ্ছা, আচ্ছা। আমি বলছি ওঁর অহিংস আন্দোলন মানে হাতিয়ার না নিয়ে লড়াই করার বিষয়ে কিছু জানেন, বলতে পারবেন কিছু? এখন আমাদের দেশে ওঁর স্থান কোথায়?

-বুধলাম। শুনে রাখুন। হিংসা কোথায় নেই বলতে পারেন? সেই সুরজ ওঠার আগে থেকেই সারাটা দিন আমি এই ইঞ্জিন, এই বিরটি লোহার বাক্সটা নিয়ে কোলকাতার রাস্তার উপর লড়াই করি। আমার অত্যাচারে মাঝেমাঝে এই ইঞ্জিনটা এত গর্মি খায় যে মনে হয় ফেটে ঢাক্কন কুলে ওর কলকব্জা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। এটা হিংসা নয়? ইঞ্জিনও আমাকে ছাড়ে না। এত্ত এত্ত তাপ আমার দিকে তাক করে ছাড়ে যে আমার সারাটা শরীর আগুন হয়ে ওঠে। এক পল আমি গাড়ি ছেড়ে নামতে পারি না। মাঝেমাঝে ভিরমি খাই। চোখ জ্বলে। মাথাও ঘোরে খুব। ফির ভি লাস্ট স্টপ না আসা পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। পিছনে দেখুন আদমি আউর আদমি। একটু বসার জন্য, একটু দাঁড়ানোর জন্য ঝগড়া করে যাচ্ছে। দেখুন বুড়ো আদমি দাঁড়ানো। হেডফোন কানে গুঁজে ছোকরা জানালার পাশে সিটে ঘুমাচ্ছে। তার তাকত নেই নিজের জন্য জায়গা খুঁজে নেবার। আমি দেশ আন্দোলন বলতে এইটুতু বুঝি আদমি বিনা হিংসা লড়াইয়ে কিছুই হাসিল করতে পারে না। আরে রোটি তোড়নে কেলিয়ে ভি দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হয়। হিংসা কোথায় নেই। সারাদিন ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে আপনারা বিনা মতলবে সির্ফ চিল্লাতে থাকেন। কেউ কারো কথা শুনতে চান না। বুঝলেও বোঝেন না । নিজের মত ভুল হলেও বিরোধীকে নাকাল করার জন্য গলা চড়িয়ে যান সবাই মিলে। এগুলো হিংসা না। -কে বলল আপনি বাংলা ভালো বোঝেন না। থামবেন না বলতে থাকুন। -থ্যাঙ্ক ইউ। তো যা বলছিলাম জানি আপনি অন্য ফিল্ডে আছেন। আপনাকে এসব শোনানো হয়ত অন্যায়। তো আমার যকতদিন তাকত আছে আমি এই ইঞ্জিন আর লোহার বাক্সটার সঙ্গে লড়াইয়ে হয়ত জিতে যাব। বুড্ডা হলে আর পারব না। তখন আমার ছেলে এই গাড়ি চালাবে। মালিকের সঙ্গে কথা পাক্কা করে দিয়েছি। -সব বুঝলাম। বললেনও খুবই ভালো। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কে আর আপনি শোনালেন নিজের কথা। -আরে দাদা, আপনিও গান্ধি আছি। মনে নেই আমার নাম? আমার যা মনে আসল বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না বুরা লাগলে। আমার আর কিছু বলার নেই। আমার কী আউকাত ইতনা বড় আদমি কে বারে মে কুছ বলুঁ। ফির ভি আর একটা কথা। বেটা আমার কথা শোনে না। বলে এই ভাঙা গাড়ি চালাবে না। বলে পুরাটা রিপোয়ার করাবে। এই লজঝর চিজ ওর নাপসন্দ। বোলে কিনা অটোমোবিল ইঞ্জিনিয়ার হবে। নোতুন করে গড়বে সবকুছ। বলুন তো সামান্য ড্রাইভার আমি। আমার কাছে ইতনা রুপিয়া কাঁহা? মগর পড়াই যে মেরা বেটা বহুত হি আচ্ছা হ্যায়। ভালোই তো তা নাম কি আপনার ছেলের? সুভাষ গান্ধি। সেকি। মানে কী এসবের? হঠাৎ সকাল থেকে সবাই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি শুরু করে দিল কেন? কন্ডক্টার, ভাড়া নিন। আমি নেমে যাব.... ।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হাইপারসনিক ফবস মিসাইল নিয়ে এতো চর্চা হচ্ছে কেন?

অসীম সুর চৌধুরী

শুরুটা করেছিল রাশিয়া। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট পুতিন স্টেট অফ দি নেশন বক্তৃতার সময় সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে জানালেন যে তারা এমন একটা হাইপারসনিক মিসাইল পরীক্ষা করতে চলেছেন যা কারো কাছে নেই। ওই বছরেই ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া তা করেও দেখালো। 'অ্যাভনগার্ড' নামে এই হাইপারসনিক মিসাইল ৬০০০ কিমি দূরের একটা লক্ষ্যবস্তুকে সফলভাবে আঘাত করে। এটার গতি ছিল ঘন্টায় ৩৩২০২.৩৬ কিমি। এর ঠিক এক বছরের মাথায় শব্দের চেয়ে কুড়িগুণ বেশি গতিতে চলতে সক্ষম এই 'অ্যাভনগার্ড' মিসাইলের প্রথম রেজিমেন্ট স্থাপনও করে দিল। আমেরিকা, চিন এমনকি উত্তর কোরিয়াও এই ধরনের মিসাইলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে কিন্ত রাশিয়ার মতো এতটা এগোতে পারেনি। কিন্তু কি এই হাইপারসনিক মিসাইল? অন্যান্য মিসাইলের সাথে এর পার্থক্য কোথায়? এই ব্যাপারে আলোচনা করার আগে, মিসাইল সম্বন্ধে একটু গোড়া থেকে জেনে নিই।

মিসাইল কী?

সোজা কথায়, কোন বস্তুকে লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে মারলে সেই বস্তুটাকে মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয়। ধরা যাক, গাছে ঝুলে থাকা আমকে একটা ঢিল মেরে নামাবার চেষ্টা করি অথবা কোন উড়ন্ত পাখিকে মারতে যাই তবে ওই ঢিলাটাকেই মিসাইল বলা হবে। এই ঢিলটা প্রথম প্রচেষ্টাতেই লক্ষ্যে নাও লাগতে পারে। অনেকবার চেষ্টার পর লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পারে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু এই ঢিলটা ছোঁড়ার সময়, যদি বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যে প্রতিবারই এটা গিয়ে ওই আমটাকে বা উড়ন্ত পাখিকে আঘাত করবে তাহলে তখন ওই ঢিলটাকে বলা হবে 'গাইডেড মিসাইল' বা নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র'। তাই সহজ কথায় বলা যায়, গাইডেড মিসাইল হচ্ছে এমন একটা যাত্রিক অস্ত্র বা নিয়ন্ত্রিক ভাবে কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে। রকেটের সাথে মিসাইলের পার্থক্য রকেট ও মিসাইলের প্রাথমিক কার্যপ্রণালী একই। কিন্তু এদের মুখ্য পার্থক্য হচ্ছে, মিসাইল তার নির্দেশিত পথে নিয়ন্ত্রতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে সঠিকভাবে আঘাত হানতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণটা মিসাইলের ভেতর থেকে হতে পারে আবার দূর থেকেও করা যেতে পারে। আর অন্যদিকে, রকেটের গতিপথের জন্য ওরকম কোন সুক্ষাতিসূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের দরকার পরে না। তাই মিলিটারি ভাষায় 'মিসাইল' হচ্ছে একটা 'গাইডেড রকেট'।

মিসাইলের ইতিহাস- আজ থেকে হাজার বছর আগে ভারত ও চিনে রকেটের ব্যবহার হয়েছে, তবে তা আতসবাজি হিসাবে। ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, আঠেরো'শ শতাব্দীতে হায়দার আলি ও টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত মিসাইল ব্যবহার করেছিল। কিন্তু আধুনিক মিসাইলের প্রতম হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির দ্বারা। এদের ব্যবহৃত প্রথম মিসাইল 'ভি-২ রকেট' এর আবিস্কারক ছিলেন 'ওয়ালনার ভন ব্রাউন'। ১৯৪৪ সালে নাৎসী বাহিনী প্রথমে এই 'ভি-২ রকেট' এর সাহায্যে ৯০০ কিলোগ্রাম বিসফোরক লন্ডন শহরের বুকে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর নানা দেশ নানা সময়ে নানারকম মিসাইল ব্যবহার করেছে এবং এখনও তার পরস্পরা চলছে। মিসাইল কিভাবে কাজ করে- যেকোন মিসাইলকেই চালনা করে এর রকেট ইঞ্জিন। আর রকেট ইঞ্জিনের মূল নীতি নিউটানে তৃতীয় সূত্র অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তৃতীয় সূত্রটা কী? অতি সাদা মাঠা একটা বাক্য যা স্কুলের গড়িড পার হওয়ার আগেই আমরা জেনে ফেলি। 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'। এই সূত্র অনুসারে রকেটকে প্রবল বেগে উপরে ওঠাতে গেলে, এর ভেতরে রাসায়নিক শক্তির দহনের মাধ্যমে উত্তপ্ত গ্যাস তৈরি করতে হবে। এটা করা হয় 'কমবারসন চেম্বার' নামে রকেটের মধ্যের একটা কুঠারিতে। এখানে জ্বালানি হিসাবে কঠিন, তরল, গ্যাসীয় নানরকম রাসায়নিক যেমন, অ্যামোনিয়াম পার ক্লোরেট, তরল হাইড্রোজেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তারপর সেই উত্তপ্ত গ্যাসকে প্রবল বেগে রকেট নির্গমন পথে, যাকে 'নোজেল' বলা হয়, বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে একটা ঘাতবলের সৃষ্টি হয় যেটা রকেটকে উচ্চবেগে বিপরীত দিকে এগিয়ে দেয়। ফলে রকেট আকাশের দিকে উঠতে তাকে। তারপর সেই রকেটকে সূক্ষ্যতিসূক্ষ্ম বাবে নিয়ন্ত্রিত করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়।

মিসাইলের রকমভেদঃ চরিত্রভেদে মিসাইল নানারকমের হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট অনুসারে এদের শ্রেণি বিভাগ করা হয়। যেমন, কোথা থেকে ছোঁড়া হবে, কত দূরত্ব যাবে, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শ্রেণিবিভাগগুলো আলোচনা করা হচ্ছে।

উৎক্ষেপন করার পদ্ধতি অনুসারে মিসাইলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১) ভুমি থেকে ভূমিতে এইক্ষেত্রে মাটি থেকে কোন মিসাইল ছাড়ার পর সেটা মাটিরই উপর অবস্থিত কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে। যেমন 'প্রহার' মিসাইল।

২) ভূমি থেকে বায়ুতে এই মিসাইল মাটি থেএক ছোঁড়ার পর তা আকাশের কোন বস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। 'আকাশ' মিসাইল এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

৩) বায়ু থেকে বায়ুতে এই গোত্রের মিসাইলগুলো আকাশ থেকেই উৎক্ষেপন করে আকাশেরই কোন লক্ষ্যকে প্রহার করে। 'অস্ত্র' মিসাইল এই দলে পড়ে।

৪) বায়ু থেকে ভূমিতে এই ধরনের মিসাইলগুলো আকাশের থেকে ছুঁড়ে মাটির উপরে অবস্থিত কোন বস্তুকে ধ্বংস করে। 'রুদ্রম-১ হচ্ছে এই শ্রেণির মিসাইলের উদাহরণ।

আবার গতিপথ অনুসারে মিসাইলেক দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১) ব্যালেস্টিক মিসাইল ও (২) ক্রুজ মিসাইল। এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে দু'টি। প্রথমত, ব্যালেস্টিক মিসাইল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উপরে উঠে তারপর আবার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু ক্রুজ মিসাইলের গতিপথ সবসময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকে কখনো বাইরে যায় না। দ্বিতীয়, ব্যালেস্টিকের পাল্লা ১২০০০ কিমি বা তার বেশি হতে পারে কিন্তু ক্রুজের ক্ষেত্রে দূরত্বটা ৫০০ কিমির ভেতরে রাখা হয়। পৃথ্বী, ধনুস, অগ্নি এরা সবাই ব্যালেস্টিক মিসাইল। আর পৃথিবী বিখ্যাত সবচেয়ে শক্তিশালী 'ব্রহ্মস' মিসাইল হচ্ছে 'ক্রুজ' পরিবারের অন্তর্গত। বালেস্টিক মিসাইলেরও রকমফের রয়েছে। মোটামুটি চার ভাগে এটাকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ১) স্বল্প পাল্লা—এই ক্ষেত্রে দূরত্ব ৩০০ থেকে ১০০০ কিমির মধ্যে রাখা হয়। অগ্নি-১ পৃথ্বী,-১, ২,৩ সবই স্বল্প পাল্লার মিসাইল। ২) মধ্যম পাল্লা---এই ধরনের ব্যালেস্টিক মিসাইল ১০০০ থেকে ৩০০০ কিমি পর্যন্ত যেতে পারে। উদাহরণ-অগ্নি-২। (৩) দূর পাল্লা---সাধারণত ৩০০০ কিমি থেকে ৫৫০০ কিমি পর্যন্ত দূরত্বে এই ধরনের মিসাইল কাজ করে। অগ্নি-৩ দূরপাল্লা ব্যালেস্টিক মিসাইল গোত্রের মধ্যে পড়ে।(৪) আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালেস্টিক মিসাইল—এক দেশ থেকে দূরের আর এক দেশে মিসাইল আক্রমণ করতে গেলে এই ধরনের মিসাইলের সাহায্য লাগবে। অগ্নি-৫ও অগিগ্ন-৬ এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে। ৫৫০০ কিমি থেকে শুরু করে ১২০০০ কিমি বা তার উপরে এরা কাজ করবে। আবার গতিবেগ অনুসারে ক্রুজ মিসাইলকে তিন বাগে বাগ করা হয়। (১) সাব-সনিক—আমরা জানি শব্দ বাতাসে প্রায় ১১২৫ ফুট প্রতি সেকেন্ডে গতিতে ছোটে। কিমিতে পরিবর্তন করলে এটা দাঁড়ায় ১২৩৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এর থেকে কম গতিবেগে যে সব মিসাইল ছোটে তাদের সাব-সনিক বলে। যেমন 'নির্ভয়' ক্রুজ মিসাইল। (২) সুপার -সনিক---এই শ্রেণির মিসাইলগুলোর গতিবেগ শব্দের গতিবেগের থেকে বেশি। ব্রহ্মস ব্লক-১,২, ৩। এরা সব সুপার সনিক। ৩) হাইপারসনিক—এই ক্রুজ মিসাইলগুলো শব্দের থেকে পাঁচগুণ বা তার বেশি গতিতে ছোটে। ভারতের ব্রহ্মস-২ মিসাইল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির ক্ষেপনাস্ত্র। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৯৮০০ কিমি।

হাইপারসনিক ফব্স মিসাইল কি? এখনকার প্রচলিত মিসাইলগুলো উৎক্ষেপনের পর এর সম্ভাব্য গতিপথ আগে থেকেই অনুমান করা যায়। এটা সবসয়ে অধিবৃত্তাকার বা ব্যারাবোলিক হয়। এখন যার দিকে এই মিসাইলগুলো ছোঁড়া হচ্ছে সে তখন তার নিজস্ব ক্ষেপনাস্ত্র প্রকিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ওই মিসাইলগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে কারণ ওদের সম্ভাব্য গতিপথের অনুমান করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু নতুন এই হাইপারসনিক ফব্স মিসাইলের প্রযুক্তিটা একেবারেই অন্যরকম। উৎক্ষেপনের পরে এরা খুব তাড়াতাড়ি উপরে উঠে একেবারে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে যায় তারপর আবার নেমে আসে এবং অনুভূমিক ভাবে বায়ুমণ্ডলের উপর ঘেঁসে চলতে থাকে। তার যেকোন সয় গতিপথ পরিবর্তন করে আঁকাবাঁকা পথে চলতে পারে। প্রচলিত অধিবৃত্তাকার পথে চলে না বলে এটা কোন দিকে যাবে তা আগেভাবে অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। তাই প্রচলিত মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে একে ধ্বংস করাা যাবে না। এই হাইপারসনিক মিসাইল আংশিকভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে যায় বলে একে 'ফপইস' নামে ডাকা হয় যার পুরো অর্থ হল 'ফ্র্যাকশনাল অরবিটাল বোম্বার্ড মেট সিস্টেম'। এখানকার প্রচলিত ক্রুজ বা ব্যালেস্টিক মিসাইলের সাথে এর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে এটা আঁকা বাঁকা পথে যেতে পারে কিন্তু ওরা সেটা পারে না।

ফব্স মিসাইল বানাবার প্রতিযোগিতা কেন? বিশেষজ্ঞদের মতে রাশিয়া, আমেরিকা, চিন, উত্তর কোরিয়া সমেত মোট আটটি দেশ এই হাইপারসনিক ফব্স মিসাইল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। বর্তমানে শক্তিধর দেশগুলোর হাতে যে ক্ষেপনাস্ত্রে বাণ্ডার রয়েছে সেগুলো প্রযুক্তিগত ভাবে প্রায় একইরকম। ফলে এগুলো ঠেকাবার কৌশলও সবার হাতে রয়েছে। কিন্তু শব্দের ছেয়ে ৫ থেকে ২০ গুণ বেশি বেগে চলা এই 'ফব্স' মিসাইল প্রতিরোধ করার কোন প্রযুক্তিই এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তার উপর এর মাথায় পারমাণবিক বোমা বসানোর ব্যবস্থা রয়েছে, যেটা যেকোন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই এটাকে সফলভাবে বানাবার ইঁদুর দৌড় চলছে। যে আগে পারবে শক্তির ভারসাম্যের পাল্লা তার দিকে ঝুঁকে পড়বে। এই নতুন ফেব্স হাইপারসনিক মিসাইল প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য এক সর্বনাশা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, অথচ এর থেকে আত্মরক্ষার উপায় কোন দেশ জানে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব।

ফ্যাক্টরিতে আগুন, হতাহতের খবর নেই

থানে, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় ফের অগ্নিকান্ড, এবার আগুন লাগল থানের ভিওয়ান্ডি শহরের গৌতম কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের মুক্ত তৈরির কারখানায়। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

থানে পৌর নিগমের আঞ্চলিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেলের প্রধান সন্তোষ কদম বলেছেন, রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ গৌতম কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের মুক্ত তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। দমকলের দু""টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় সকাল ৯.৪০ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এমনটাই বলেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগীর কথায়, বিরোধীদের কাছে যা অসম্ভব ছিল, তা সম্ভব করে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যোগী জানিয়েছেন, অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য স্বর্ণাক্ষরে রচিত থাকবে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের নাম।

রবিবার গোরক্ষনাথ মন্দিরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে তিনি জানান, আগামী ৭ ডিসেম্বর গোরক্ষপুর আসবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই দিন ১০ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি ও গোরক্ষপুর এইমস। যোগী জানিয়েছেন, পূর্বাঞ্চলীয় উত্তর প্রদেশের স্বপ্নপূরণ করতে ৭ ডিসেম্বর আসছেন প্রধানমন্ত্রী। পূর্বতন সরকার এই অঞ্চলকে সর্বদা উপেক্ষাই করেছে।

টিএসআর গুলিকাণ্ড নিয়ে রাজনীতি না করার পরামর্শ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। টিএসআর জওয়ান নিহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে বিজেপি রাজ্য কমিটি। দলের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এক টিএসআর জওয়ানের হাতে তার দুই সহকর্মীর নিহত হওয়ার ঘটনা নিতান্তই মর্মান্তিক। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশের কোনও ভাষাই নেই। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও অনেক রাজনৈতিক নেতা রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করে যাহা কোনও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল কিংবা সেই দলের নেতাদের কাছ থেকে কাম্য হতে পারে না।দুই পদস্থ জওয়ানের পরিবারের পাশে সরকার সর্বোতভাবে দাঁড়িয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং প্রোটোকল ভেঙে অতীতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। তবে যাই হোক, এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা না করাটাই শ্রেয়।। মুখ্যমন্ত্রী নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ এবং ডাই ইন হারনেন্স প্রকল্পে পরিবারের একজনকে সরকারী চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্তক্রমে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রচারে শশী পাঁজার মেয়ে তৃণমূল প্রার্থী পুজা

কলকাতা,৫ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ভোট। পুরভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। এরই মাঝে রবিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী পুজা পাঁজা।

পুরভোটের প্রার্থী তালিকায় এবার চমক রেখেছে তৃণমূল। এবার পুরভোটে নয়া মুখের ঝড়। পুরভোটের প্রার্থী এবার শশী পাঁজার মেয়ে। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার মেয়ে। একুশের বিধানসভা ভোট শেষ হতেই বর্তমানে পাখির চোখ পুরভোটের দিকে। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট ১৯ ডিসেম্বর। সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ। শুরু হয়ে গিয়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়া। ১ ডিসেম্বরের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষে ২ ডিসেম্বর থেকে স্ক্রুটিনি শুরু হয়। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৪ ডিসেম্বর। পুরভোটের আগে তাই প্রচার শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। সেই তালিকা থেকে বাদ নেই মন্ত্রী শশী পাঁজার মেয়ে পূজা পাঁজাও। পুরসভার ৮ নম্বর নিজের ওয়ার্ডে এদিন প্রচার সারেন প্রার্থী পূজা পাঁজা।

অজিত পাঁজার নাতনি, শশী পাঁজার মেয়ে পাঁজা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম এবার ভোটের ময়দানে। নিজের ওয়ার্ডে এদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচার সারেন রাজ্যের মন্ত্রী মেয়ে।

প্রচারে সিপিএম প্রার্থী নন্দিতা রায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজনৈতিক দল গুলো বর্তমানে ব্যস্ত পুরসভার ভোট নিয়ে। হাতে আর অল্প সময়। কারণ আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ১৪৪ ওয়ার্ডে পুরভোট। প্রতিদিনই প্রচার সারছে রাজনৈতিক দলগুলো। সেই তালিকা থেকে বাদ নেই সিপিএম প্রার্থী নন্দিতা রায়ও। রবিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রচারে নন্দিতা রায়।

বিধানসভা ভোট শেষ হতেই রাজনৈতিক দলগুলোর নজর পুরভোটে। ১৯ ডিসেম্বর পুরভোটের আগে জোর কদমে প্রার্থীরা চালাচ্ছে প্রচার। এরই মাঝে রবিবার ছুটির দিন বৃষ্টিকে তুরি মেরে উড়িয়ে প্রচারে সিপিএম প্রার্থী নন্দিতা রায়। ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার সারেন তিনি। এদিন প্রচারে নন্দিতা রায় বলেন, """ভোটভিক্ষা নয় কুশল বিনিময়। আগামীতে ভাল থাকার শুভেচ্ছা। সহ-নাগরিকদের কাউন্সিলর নয় কাছের মানুষ।

কর্ণাটক ও গুজরাটের পর এবার মুম্বই, ভারতে চতুর্থ ওমিক্রন-এর হদিশ

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটক ও গুজরাটের পর এ বার দেশে ওমিক্রনের চতুর্থ আক্রান্তের হদিশ মিলল মায়ানগরী মুম্বইয়ে। ওমিক্রন-এ আক্রান্তের বয়স ৩৩ বছর। তিনি ডোম্বিবলীর বাসিন্দা। নভেম্বরের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দুবাই এবং দিল্লি হয়ে মুম্বই বিমানবন্দরে নামেন তিনি। তাঁর কোভিড পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার পরই তাঁকে কল্যাণ-ডোম্বিবলীর কোভিড কেয়ার কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে ওই রোগীর। আক্রান্ত ব্যক্তি পেশায় এক জন মেরিন ইঞ্জিনিয়র। কোভিডের কোনও টিকাও নেননি তিনি। গত ২৪ নভেম্বর মুম্বইয়ে পৌঁছনোর পরই হালকা জ্বর আসে তাঁর। তার পরই ওই ব্যক্তির কোভিড পরীক্ষা করানো হয়। তখন জানা যায়, তিনি ওমিক্রনে আক্রান্ত।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কর্ণাটক ও গুজরাটে ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। শনিবার গুজরাটের জামনগরে এক ব্যক্তির দেহে ওমিক্রনের হদিশ মেলে। সম্প্রতি তিনি জিম্বাবোয়ে থেকে ফিরেছিলেন। দেশে প্রথম ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মেলে কর্ণাটকে। ৬৬ বছরের এক পুরুষ এবং ৪৬ বছরের এক মহিলার দেহে করোনার এই নতুন প্রজাতির হদিশ মিলেছে।

মেঘলা আবহাওয়ায় শীতের আমেজ আপাতত জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা নয়!

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার থেকেই স্লেটরঙা কলকাতার আকাশ, মেঘাছন্ন ছিল তিলোত্তমা লাগোয়া সমস্ত জেলা। মেঘলা আকাশে শীতের আমেজ ফিরল কলকাতায়। ঠান্ডা বেড়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে, উত্তুরে হাওয়ার আগমণে এই শীত নয়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মেঘলা আকাশের সৌজন্যে। রবিবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা-সর্বত্র ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়েছে। তাই রবিবার কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের দিনের তাপমাত্রা নেমেছে অনেকটাই। শীত-শীত ভাবের জন্য কেউ কেউ গায়ে হাল্কা সোয়েটার বা জ্যাকেটও চাপিয়েছেন।

এমতাবস্থায় আবহবিদরা জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আকাশ মেঘলা হওয়ায় দিনের তাপমাত্রা কমেছে। কিন্তু শীত বয়ে আনা উত্তুরে বাতাসের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে সে। উপরন্তু মেঘলা আকাশের ফলে রাতে মাটি থেকে বিকিরিত তাপ আবহমণ্ডলের বাইরে যেতে পারবে না। তাই রাতের তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা নেই। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো শীত হাজির হবে বঙ্গে, এমন মনে করছেন অনেকেই। আবার অনেকের মতে, এই মেঘলা আবহাওয়া কাটলেই উত্তুরে বাতাসের পথ খুলবে। শীত পড়ার অনুকূল পরিস্থিতিও তৈরি হবে। তবে, আবহবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, জাওয়াদ বিদায় নিলেই এক্ষুনি জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই।

দিঘায় ক্রমে উত্তাল হচ্ছে সমুদ্র, চলছে কড়া নজরদারি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : শনিবারের মতো রবিবারও সকাল থেকে মেঘে ঢাকা দিঘার আকাশ। সমুদ্রও উত্তাল। সকাল থেকেই মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছে। সমুদ্রের পাড়ে পর্যটকদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলেও ভিড় অনেকটাই হালকা। আবহাওয়া খারাপ থাকায় আর পাঁচটা সপ্তাহান্তের ছুটির দিনের চেনা ছবি আজ উধাও।

'জওয়াদ'-এর আতঙ্ক কাটলেও আরও একটা আতঙ্ক কিন্তু এখনও যায়নি। তা হল অমাবস্যার ভরা কটাল। রবিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কটালের কারণে জলোচ্ছ্বাস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সমুদ্রতট বা গার্ডওয়ালের আশপাশে যেন পর্যটকরা না যান সে দিকে নজরদারি চালাচ্ছে দিঘা পুলিশ। একই সঙ্গে পর্যটকদের সতর্ক করে মাইকে প্রচারও চালানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে বা গার্ড ওয়ালের ধারে জলোচ্ছ্বাসের মজা নিতে গিয়ে কোনও প্রাণহানি যাতে না ঘটে সে দিকে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর শনিবারই জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'জওয়াদ'-এর প্রভাব এ রাজ্যে পড়বে না। তা ছাড়া এই ঝড় ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার আগেই দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার পরে সেটি এ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হবে। তবে এর জেরে শনিবার থেকেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি এবং কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। সোমবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

জয়গাঁওয়ের পুলিশ আধিকারিকের দেহ উদ্ধার, বুধবার থেকে ছিলেন নিখোঁজ

আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): গত বুধবার থেকে ছিলেন নিখোঁজ, পাঁচদিনের মাথায় উদ্ধার হল জয়গাঁও থানার এএসআই রতন কুমার করের (৫২) দেহ। রবিবার সকালে হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির অধীন ভার্নাবাড়ি বাগানে চা গাছের ঝোপ থেকে ওই পুলিশ আধিকারিকের দেহ উদ্ধার হয়। তিনি দিনহাটার বাসিন্দা। তাঁর বাইকটিও ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই পুলিশ আধিকারিককে খুন করে চা বাগানে ফেলে রাখা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন।

গত ১ ডিসেম্বর ওই পুলিশ আধিকারিকের ডিউটি পড়েছিল এশিয়ান হাইওয়ের হাসিমারার ১০ নম্বর এলাকায় পুলিশের নাকাচেকিং পয়েন্টে। সেদিন দুপুরে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর থেকেই জেলা পুলিশের তরফে তল্লাশি শুরু হয়। ওই পুলিশ আধিকারিকের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে জলদাপাড়ার জঙ্গলে গত দু'দিন ধরে তল্লাশিও চালানো হয়। এরপর রবিবার সকালে এশিয়ান হাইওয়ের বিচ চা বাগান সংলগ্ন হাইওয়ে এবং চা বাগানের মাঝে ঝোপের মধ্যে বাইক-সহ দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে সহ সমস্ত আধিকারিক ঘটনাস্থল ব্যারিকেড করে তদন্তের কাজ করছেন। যদিও এ বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি।

অ্যাশেজে প্রথম টেস্টের দল জানিয়ে দিলেন নতুন অজি অধিনায়ক কামিন্স

ব্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : টিম পেনের যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনায় উত্তাল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট। টেস্টের অধিনায়কত্ব থেকে পেন পদত্যাগ করার পরে নতুন অধিনায়ক হয়েছেন জোরে বোলার প্যাট কামিন্স। বুধবার থেকে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। সেই টেস্টের দল ঘোষণা করে দিলেন কামিন্স। পেন না থাকায় দলের উইকেটরক্ষক হিসেবে নেওয়া হয়েছে অ্যালেক্স ক্যারেকে। সদ্য সমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপে ক্যারের জায়গায় ম্যাথু ওয়েডকে নেওয়া হয়েছিল দলে। এ বার টেস্ট দলে সুযোগ পেলেন ক্যারে। দলের পাঁচ নম্বর ব্যাটার কে হবেন তা নিয়ে লড়াই ছিল উসমান খোয়াজা ও ট্রাভিস হেডের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত জায়গা পেয়েছেন হেড।দলের বোলিং আক্রমণ সামলাবেন অভিজ্ঞ তিন পেসার। কামিন্সের সঙ্গে রয়েছেন মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউড। স্পিন আক্রমণ সামলাবেন নেথান লায়ন। অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। পাঁচ ব্যাটার, উইকেটরক্ষক, এক অলরাউন্ডার ও চার বোলারে নামবে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম একাদশ: মার্কাস হ্যারিস, ডেভিড ওয়ার্নার, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারে, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, নেথান লায়ন, জশ হ্যাজলউড।

প্রহরীবিহীন রেলগেট, পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় দূরে ছিটকে গেল গাড়ি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : দীর্ঘদিন ধরেই প্রহরীবিহীন রেল গেট। যার জেরে দুর্ঘটনা। দ্রুতগতিতে ছুটে আসা ট্রেন লাইনে আটকে পড়া গাড়ি টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রায় ৬০০ মিটার দূরে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাপাসএড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

জাওয়াদের প্রভাবে আকাশের মুখ ভার। সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত। এই পরিস্থিতিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা তমলুকের কাপাসএড়া এলাকায়। তমলুক থেকে হলদিয়া ও দিঘা স্টেশনের মাঝখানে থাকা একটি রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং পারাপারের সময়ে লাইনে আটকে যায় গাড়ি। এদিকে ততক্ষণ সিগন্যাল সবুজ হয়ে গিয়েছে। দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে হলদিয়া লোকাল। চালক গাড়িটিকে লাইন থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তা করতে পারেননি। উপায় না পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন চালক। হাত দেখিয়ে চেষ্টা করেন ট্রেনটিকে থামানোর। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। দ্রুতগতিতে ছুটে আসে ট্রেন। গাড়িটিকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ৬০০ মিটার দূরে নিয়ে যায়। ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাকে কেন্দ্র তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রেল লাইনে ভিড় করেন বহু মানুষ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই প্রহরীবিহীন অবস্থায় রয়েছে ওই রেলগেট। একাধিকবার রেলকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে।

পথ নিরাপত্তার দাবিতে মানব শৃঙ্খল মহিলাদের

বাকুঁড়া, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : পথ নিরাপত্তা সহ যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আজ রবিবার সকালে বাকুঁড়া শহরের লালবাজার মোড় থেকে ষ্টেশন মোড় রাস্তায় মানব শৃঙ্খল করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন সেকেন্ড ফিডার রোডের মহিলারা। প্রতিধ্বনি সহচরী দলের উদ্যোগে এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এলাকার বাসিন্দা ও মহিলারা অংশ নেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সাধারণ যানবাহন ছাড়াও জেলার সমস্ত বাস এই রাস্তা দিয়ে শহরে প্রবেশ করছে, অপরদিকে সন্নিকটে অবস্থিত বাকুঁড়া ষ্টেশনের গুডশেড থেকে মালপত্র বোঝাই করে অহরহ দূরন্ত গতিতে লরি যাতায়াত করে। শহরে যানজট এড়াতে সেকেন্ড ফিডাররোড রাস্তাটিকে জেলা প্রশাসন বেছে নিয়েছেঅথচ এই রাস্তাটি সঙ্কীর্ন। যানবাহন চলাচলের সময় দূরন্ত গতি নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবসা নেই। যারফলে প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটছে। সহচরী দলের অর্পিতা গুহ, বুলান দত্ত, বুলটি বরাটদের বক্তব্য গত ১ ডিসেম্বরে এই রাস্তায় এক নিরীহ পথচারীকে একটি লরি পিষে দেয়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। ঘাতক লরীটি দূরন্ত গতিতে ই পালিয়ে যায়। এই যানচলাচল আমাদের জীবন দূর্বিষহ করে তুলেছে। তাই এলাকার মহিলারা রাস্তায় রাস্তায় বের হয়েছেন। সহচরী দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে ঘাতক লরিকে আটক করতে হবে, রাস্তার যান নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবসা গ্রহন করতে হবে। পাশাপাশি লালবাজার মোড়ে ট্রাফিক ব্যবসা আরও জোরদার করতে হবে।

দুই টিএসআর জওয়ান হত্যার উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চাইলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর ।। টিএসআর জওয়ানের গুলিতে দুই সহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, দুই পদস্থ জওয়ানের পরিবারের পাশে সরকার সর্বোতভাবে দাঁড়িয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং প্রোটোকল ভেঙে অতীতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। তবে যাই হোক, এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা না করাটাই শ্রেয়।। মুখ্যমন্ত্রী নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ এবং ডাই ইন হারনেন্স প্রকল্পে পরিবারের একজনকে সরকারী চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্তক্রমে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২০২২ সালের জুনের মধ্যেই সম্পন্ন হবে এইমস বিলাসপুর : জে পি নাড্ডা

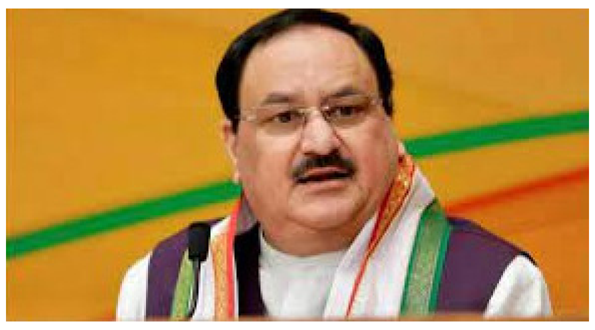

বিলাসপুর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এইমস বিলাসপুর। রবিবার হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরের কোভিড যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমনই দাবি করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডা এদিন বলেছেন, '২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এইমস বিলাসপুর, এবং মানুষজনকে তা উৎসর্গ করা হবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, মোদীজির নেতৃত্বে ২২টি এইমস তৈরির কাজও চলছে।' বিলাসপুরের এই অনুষ্ঠান থেকে নাড্ডা এদিন আরও বলেছেন, 'দু""টি দিক থেকে আজকের দিন ঐতিহাসিক। প্রথমত, এইমস-এর ওপিডি-র কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হিমাচল প্রদেশ কোভিড টিকাদানের """ডাবল ডোজ""" প্রদানের জন্য জোরালো এবং উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে।'

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, '৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১,৪৭১ কোটি টাকার বিলাসপুর এইমস-এ মেডিক্যাল কলেজ সুবিধা, ৬৪টি আইসিইউ শয্যা এবং ১৬টি ওটি-সহ ২৫০ একর জমিতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে তৈরি হবে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ও হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর।

৬৪ নং ওয়ার্ডে প্রচারে মহম্মদ আজম

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : নজরে পুরসভার ভোট। আগামী ১৯ নভেম্বর কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। এরই মাঝে রবিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। হচ্ছে একনাগাড়ে বৃষ্টি। এরই মাঝে রবিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করে ৬৪ নং ওয়ার্ডে প্রচারে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই প্রার্থী মহম্মদ আজম। আগামী ১৯ নভেম্বর কলকাতা পুরসভার ১৪৪ ওয়ার্ডে পুরভোট। পুরসভার ভোটকে কেন্দ্র করে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। সেই তালিকা থেকে বাদ নেই বামেরাও। এরই মাঝে এদিন রবিবার ছুটির বেলায় বৃষ্টির উপেক্ষা করেই ৬৪ নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই প্রার্থী মহম্মদ আজম জাভেদ প্রচার সরেন। কাশিয়া বাগান সংলগ্ন অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারেন বাম প্রার্থী।

প্রফেসনাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের উদ্যোগে আগরতলায় র‍্যালি। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাঝরাতে স্বাস্থ্যকর খাবার

রাত জাগলে খিদা লাগে। আর এই সময় মুখরোচক খাবার খাওয়ার ইচ্ছেও হয়। আর এই অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে দেহে বাড়ে মেদ। এসময় এলোমেলো খাবার খাওয়া দ্রুত ওজন বাড়ায় কেননা তা হজমের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় না। তাই মাঝরাতে ক্ষুধা লাগলে পুষ্টিকর খাবার নির্বাচন করা জরুরি।

অনেকেরই নানান কারণে রাতের খাবারের পরেও মাঝ রাতে ক্ষুধা পায়। এর পেছনে কাজের চাপ, একঘেয়েমি, মানসিক চাপ বা রাতে তাড়াতাড়ি বা পরিমাণে অল্প খাওয়ার কারণ থাকতে পারে।

মাঝ রাতে খাওয়া যাবে কি, যাবে না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় পুষ্টিবিদ ও খাদ্য বিশেষজ্ঞ সাকিনা মুস্তান্সির বলেন, "যদি সঠিকভাবে মাঝ রাতের খাবার নির্বাচন করা হয় তাহলে ওজন বাড়বে না।"

মাঝরাতে খাওয়া যাবে এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে জানান তিনি।

বেরি-জাতীয় ফল: বেরি আঁশ সমৃদ্ধ খাবার যা অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে। এতে আছে ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজ স্নায়ু ও পেশিকে সচল রাখতে সহায়তা করে।

পিনাট বাটার স্যান্ডউইচ: পিনাট বাটারে আছে ট্রিপটোফেন যা মস্তিষ্কে মেলাটোনিনের মাত্রা বাড়ায়। ফলে তন্দ্রাভাব আসে। রুটির কার্বোহাইড্রেইট ট্রিপ্টোফেনকে আরও সহজলভ্য করে। তাই রাতে ঘুমের আগে পুষ্টিকর নাস্তা হিসেবে পিনাট বাটারের স্যান্ডউইচ হতে পারে ভালো পছন্দ। শস্যের বিস্কুট: মাঝ রাতে ক্ষুধা লাগলে শস্যের তৈরি মচমচে বিস্কুট বেশ সহজলভ্য ও পুষ্টিকরও। তবে নোনতা বিস্কুট ও পরিমিত পরিমাণে তা খাওয়া উচিত। গাজরের হালুয়া : মাঝ রাতে পুষ্টিকর ও কম ক্যালরিবহুল খাবার হিসেবে গাজরের তৈরি হালুয়া খাওয়া যেতে পারে।

বাদাম: আখরোট প্রাকৃতিক মেলাটোনিন ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। এক মুঠ আখরোট খাওয়া ক্ষুধাভাব কমায় ও তন্দ্রাভাব আনে।

ভাজা শস্য: এগুলো মচমচে ও পুষ্টিকর। এতে ক্যালরির পরিমাণ কম এবং উচ্চ প্রোটিন, আঁশ, ভিটামিন, খনিজ উপাদান থাকায় তা আলুর চিপসের বদলে পুষ্টিকর নাস্তা হিসেবে ভালো পছন্দ।

সেলফির জন্য বাড়ছে উকুনের সমস্যা ! কেন এমন দাবি গবেষকের ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পৃথিবীটা ছোট হতে হতে সত্যিই হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। স্মার্টফোনের কল্যাণেই সেলফির আমদানি। রণে-বনে-জঙ্গলে, মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন সেলফি তোলা যেন মাস্ট! এই সেলফির জন্যই বাড়ছে উকুনের সমস্যা, দাবি আইরিশ ফার্মেসি ইউনিয়ন এগজিকিউটিভ কেইট্রিওনা ও' রিওরডানের আইরিশ গবেষকেরা জানান, সাধারণত উকুনের সমস্যা ছোটদেরই বেশি হয়। কিন্তু এখন তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও এই সমস্যা প্রচণ্ড পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ স্মার্টফোনের বাড়বাড়ন্ত ও সেলফি তোলার প্রবণতা। এর কারণ হিসেবে কেইট্রিওনা জানাচ্ছেন, সেলফি তোলার জন্য দু'জন মানুষকে ছোট্ট স্মার্টফোনের ক্যামেরার ফ্রেমের মধ্যে আসতে হয়। ফলে একজনের মাথা থেকে সহজেই উকুন অন্যের মাথায় চলে যায়। খুব তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করতে পারে উকুন। তাতেই সমস্যা বাড়ে। কেইট্রিওনার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন আইরিশ চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁরা জানাচ্ছেন, আগে প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়াদের উকুনের সমস্যা বেশি হত। এখন সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই সমস্যায় ভুগছেন। এর অন্যতম কারণ স্মার্টফোন ও সেলফি। মাথার চুলের মাধ্যমে 'চালান' হয়ে সহপাঠীদের মাথায় খুব সহজেই চলে যায় উকুন। পরে পাকা আস্তানা গড়ে তোলে। বাবা-মা বা বাড়ির অন্যদের মাথাতেও চলে যেতে পারে চলমান এই আতঙ্ক।

আদতে উকুন তেমন ক্ষতিকারক না হলেও নিয়মিত মাথা চুলকুনি বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। এর থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া সহজ নয়। বাজারচলতি শ্যাম্পুতে ব্যবহৃত রাসায়নিকে মাথার চুলের ক্ষতি হতে পারে। আবার বিশেষ চিরুণি ব্যবহার করা প্রবল অস্বস্তির। তাই সেলফি তোলার আগে সাবধান হোন।

ব্যায়ামের আগে-পরে ত্বকের যত্ন

যত্ন না নিলে ঘাম থেকে ত্বকে দেখা দিতে পরে নানান সমস্যা। আবার কোনো প্রসাধনী ব্যবহারের পর ব্যায়াম করাও ঠিক নয়।

এরকম বিষয় নিয়ে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নয়া দিল্লির রয়েল লুশ স্কিন ক্লিনিকের 'অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন' ও ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. সৈয়দ নাজিমের দেওয়া পরামর্শগুলো অবলম্বনে জানানো হল ব্যায়ামের আগে ও পরে করণীয় সম্পর্কে।

শরীরচর্চার আগে ত্বকের যত্ন

ত্বকে মেইকআপ নিয়ে শরীরচর্চা করা ভুল। শরীরচর্চার আগে ভালো মতো মেইকআপ তুলে নিতে হবে। না হলে ত্বকের লোমকূপ ও ঘাম গ্রন্থি বন্ধ হয়ে শ্বাস নিতে পারবে না। ফলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। মুখ ধোয়ার পরে তা আর্দ্র রাখতে ময়েশ্চারাইজার ও সূর্য থেকে সুরক্ষিত রাখতে সানব্লক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অ্যান্টিপার্সপারেন্ট রোল-অন: গরম ও ব্যায়ামের সময় ঘাম হওয়া স্বাভাবিক। ঘামে থাকা ব্যারেিয়া ও জীবাণু দেহে সংক্রমণ বাড়াতে পারে। ত্বকের এমন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অ্যান্টিপার্সপারেন্ট রোল-অন ব্যবহার করা উপকারী।

চুল খোলা অবস্থায় ব্যায়াম না করা: ব্যায়ামের সময় চুল খোলা না রাখাই ভালো। কারণ নিয়মিত চুল ধোয়া না হলে চুলে ব্যবহৃত প্রসাধনী ত্বকের সংস্পর্শে এসে ক্ষতি করতে পারে। তাই ব্যায়াম করার সময় চুল বেঁধে নেওয়া আর চুল ছোট হলে তা ক্লিপ দিয়ে বেঁধে নেওয়া ভালো।

অন্যান্য বিষয়

নিজের পরিষ্কার তোয়ালে বা জীবাণুনাশক টিস্যু দিয়ে জিমে থাকা উপকরণ ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

শরীরচর্চার সময় মুখে বার বার হাত দেওয়া ঠিক নয়। এতে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ বাড়ে। তাই ব্যায়ামের সময় মুখ হাত দেওয়ার অভ্যাস দূর করতে হবে।

দূরত্ব বজায় রাখা ও নিজের প্রসাধনী ও উপকরণ ব্যবহার করা মহামারীর সময়ে নিরাপদ থাকতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা উচিত এবং ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে নিজস্ব তোয়ালে ও প্রসাধনী ব্যবহার করাই নিরাপদ।

শরীরচর্চার পরের ত্বকের

ব্যায়ামের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ ধুয়ে ফেলা উচিত যেন ঘামের ব্যাক্টেরিয়া ত্বকের ক্ষতি করতে না পারে। পানির ঝাপ্টা মুখের ঘাম ও তেল দূর করে।

শরীরচর্চার পরে চুলেরও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে হবে। তবে প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু করা ঠিক নয়। চুল শুকাতে 'ব্লো ড্রায়ার'য়ের বদলে তোয়ালে ব্যবহার করুন।

শরীরচর্চার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘামের পোশাক পালটে ফেলতে হবে। শরীর থেকে বের হওয়া বিষাক্ত উপাদান ত্বকে ব্রণের সৃষ্টি করে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল করা ও পোশাক পাল্টে ফেলা উচিত।

নিয়মিত শরীরচর্চা শরীর ও মন ভালো রাখতে সহায়তা করে। শরীর ও মনের সুস্থতার পাশাপাশি ত্বকের সুস্থতার জন্য ওপরের ধাপগুলো অনুসরণ করা উপকারী।

মাটির ভাঁড়ে রোজ চা পান করুন, মিলবে দারুণ উপকার

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বাড়ছে শীত। শহরের উষ্ণতার পারদ নিম্নমুখী। এই সময় সকালের আলসেমি যেন আরও বেশি করে পেয়ে বসে। চোখে লেগে থাকে একরাশ ঘুম। এই ঘুম কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন এক পেয়ালা চা। চা বাড়িতে তৈরি হলে দামি কাপে চুমুক দিতেই পারেন। কিন্তু মাটির ভাঁড়ের চায়ের স্বাদই যে আলাদা। তাতে মেশানো থাকে সোঁদা মাটির গন্ধ। উষ্ণ ছোঁয়াতেই তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। চায়ের স্বাদ যেন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

মাটির ভাঁড়ে চা পান করার সুখ অনেকেই উপভোগ করেন। কিন্তু তাতে স্বাস্থ্যের উপকার হয় কি? আলবাৎ হয়! এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এর কয়েকটি কারণও দেখিয়েছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের দাবি —

১) মাটির ভাঁড়ে চা ঢাললে তার পুষ্টিগুণ বেড়ে যায়। মাটিতে খনিজ, ফসফরাস, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের মতো উপাদান থাকে তা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। ক্লান্তি দূর হয়।

২) দুধ চা খেলে অনেকেরই অ্যাসিডিটি বেশি হয়। মাটির তৈরি ভাঁড়ে অ্যালকালাইন থাকে। ফলে তাতে চা খেলে অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে না। এই কারণে যাঁদের হজমের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অনেক সময় মাটির গ্লাসে জল খাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়।

৩) প্লাস্টিকের কাপে চা খাওয়া একেবারেই উচিত হয়, এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। প্লাস্টিকের মধ্যে গরম চা ঢালা হলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। তা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। তাছাড়া মাটির ভাঁড় পরিবেশ বান্ধব। এতে দূষণ ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই।

৪)শীতে রুক্ষ ত্বক? জেল্লা ফেরাবে ঘরে তৈরি আয়ুর্বেদিক তেল, জেনে নিন বানানোর পদ্ধতি

শীতকাল মানেই রুক্ষ-শুষ্ক ত্বক নিয়ে নাজেহাল। নামী-দামি ক্রিম লাগিয়েও জেল্লা অধরাই থেকে যায় অনেকেরই। সবচেয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে যদি বাড়িতেই বানিয়ে নেন কিছু তেল। যেগুলির অপার উপকারিতার কথা শোনালেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডা. বিশ্বজিৎ ঘোষ। কথা বললেন গৌতম ব্রহ্ম। আয়ুর্বেদ দৃষ্টিকোণে শীতকালে নিয়মিত তেল মাখার বহুমুখী গুণাগুণ রয়েছে। এতে যেমন শরীরে রক্তসঞ্চালন বাড়ে, ত্বকের আর্দতা বজায় রাখে, মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, এছাড়াও অভ্যঙ্গ বা তৈলমর্দন দৃষ্টিপ্রসাদন করে, তারুণ্য বজায় রাখে, ক্লান্তি নাশ করে, এটি নিদ্রাদায়ক। সর্বোপরি ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখতে অভ্যঙ্গ বা তেল মালিশ এক অদ্বিতীয় উপাচার। আচার্য সুশ্রুত মতে নিয়মিত মাথায় তেল মাখলে কেশ কোমল, ঘন, কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বা হয় ও শিরোশূন্যতা সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। তবে জ্বর, সর্দি, কাশি, অজীর্ণ রোগীদের ও মাসিক চলাকালীন কালে অভ্যঙ্গ নিষেধ। অভ্যঙ্গের মুখ্যস্থান তেল নিয়মিত সারা শরীরেই মাখা উচিত তবে বিশেষরূপে মাথা, কান ও পায়ের পাতাই তেল মালিশের মুখ্যস্থান। কী ধরনের তেল আচার্য বাগভট মতে শীতকালে ব্যবহৃত তেলটি বাতনাশক গুণযুক্ত হতে হবে।

তেল তৈরির ঘরোয়া পদ্ধতি

মুখের সৌন্দর্যচর্চায় কুমকুম তেল: যাঁদের ত্বক রুক্ষতার জন্য জৌলুসহীন হয়ে পড়ছে তাঁরা ৫০ গ্রাম পরিমাণ নারকেল তেলে ৪-৫ গ্রাম জাফরান মিশিয়ে কাচের শিশিতে মুখবন্ধ অবস্থায় দিন চারেক রৌদ্রে রেখে দিন। তারপর নিয়মিত রূপে এটি ব্যবহার করলে ত্বকের রুক্ষতা দূরীভূত হয়ে মুখের লাবণ্য ও কান্তি ফেরে।

গুআরও পড়ুন: আবহাওয়ার রদবদলে বাড়তে পারে ভাইরাসের প্রকোপ! জেনে নিন কীভাবে থাকবেন সুস্থ। ত্বকের পুষ্টিরক্ষায় অশ্বগন্ধা-বলা তেল: ১০০ গ্রাম মতো জৈতুনের তেলে ৫ গ্রাম অশ্বগন্ধা ও ৫ গ্রাম বলাচূর্ণ মিশিয়ে মৃদু আঁচে পাক করে ছেঁকে রাখুন। এই তেলের অভ্যঙ্গ ত্বকের পুষ্টি রক্ষায় অদ্বিতীয়।

ব্যথা-বেদনা উপশমে নিশিন্দা তেল : শীতকালে শরীরে বাতের যন্ত্রণায় প্রায়ই যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা ১০০ গ্রাম তিলতেল মৃদু গরম করে একমুঠো পরিমাণ নিশিন্দা পাতা দিয়ে মৃদু তাপে পাক করে নিন।পাতাগুলো তাপে বাদামী বর্ণের হতে শুরু করলে তেলটি নামিয়ে ছেঁকে রাখুন। বাতের প্রাথমিক স্তরের ব্যথা বেদনায় এই নিশিন্দা তেলের ব্যবহার বেশ ফলপ্রসূ। চুলের পরিচর্যায় আমলা ভৃঙ্গরাজ তেল: কাচের বোতলে পরিমাণমতো নারকেল তেলের সঙ্গে শুকনো আমলা ও ভৃঙ্গরাজ মিশিয়ে রাখুন। নিয়মিত এই তেল ব্যবহারে চুল থাকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও ঝলমলে। বিবিধ ত্বকজ বিকারে কণ্ডুঘ্ন তেল: শ্বেতচন্দন, জটামাংসি, অমলতাস, নক্তমাল, নিম, কুটজ, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ইত্যাদি দ্রব্য সহযোগে পূর্বোক্ত মাপে তৈরি তেল চর্মের বিবিধ সমস্যায় যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

গুআরও পড়ুন: করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আশা দেখাচ্ছে ফাইজারের নতুন ট্যাবলেট, দামও সাধ্যের মধ্যে।

ব্যবহারবিধি

তিল তেল: দ্রব্যগুণ দৃষ্টিকোণে তিলতেল গুরুগুণ যুক্ত, বলকারক, বর্ণ প্রসাদক, সূক্ষ্মস্রোতগামী, বাতনাশক, পুষ্টিকারক, শরীর লঘুতাকারী এই তিল তৈলাভ্যঙ্গ চর্ম, কেশ ও চক্ষুর হিতকারক। সর্ষপ তেল অর্থাৎ সরষের তেল: খাঁটি সরষের তেল উষ্ণ স্পর্শ, লঘু, তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত অন্যদিকে এটি কফ, মেদ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও দুষ্টব্রণ নাশক।

নারিকেল তেল: এটি গুরুগুণ যুক্ত, পুষ্টিকারক, বাত পিত্তপ্রশমক, শ্বাস, কাশ, স্মরণশক্তি হীনতায় প্রশস্ত।

মহামাশ তেল: এই শীতে রুক্ষ প্রধান ব্যক্তিদের সন্ধি সম্বন্ধীয় বিবিধ ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মহামাশ তেল বেশ ফলপ্রসূ।

প্রসারণী তেল: পেশিতে টান বা শিরা সংকোচজনিত সমস্যায় ভুক্তভোগীরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রসারণী তেল একটু গরম করে আক্রান্ত স্থানে নিয়মিত ব্যবহার করলে সুফল পাবেন।

বলা তেল: এটি মূলত বাতনাশক ও ক্ষীণঅঙ্গের ক্ষেত্রে বেশ পুষ্টিদায়ক গুণযুক্ত।

একবার চার্জ দিলেই সাইকেল চলবে ১০০ কিমি, জানেন দাম কত

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সময় বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে গাড়ি ধরনও। পেট্রল-ডিজেলচালিত ছেড়ে গাড়ি হচ্ছে বৈদ্যুতিন। আবার মহামারীর যুগে গণপরিবহণ ছেড়ে বাইক-সাইকেলের দিকে ঝুঁকছে জনতা। আর তাই বাজারে আসছে নিত্যনতুন ধরনের সাইকেল-বাইক। আর সেই বাজার ধরতেই নয়া ই-সাইকেল আনল নেক্সজু মোবিলিটি। কী বিশেষত্ব রয়েছে সেই ই-সাইকেলে?

নেক্সজুর নতুন রেডলার্ক ই-সাইকেলটি মাত্র এক ঘণ্টা চার্জ দিয়ে ১০০ কিলোমিটারের বেশি যেতে পারে। গতিবেগ থাকবে ২৫ কিলোমিটার। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সাইকেলটিতে সবসময় থাকবে একটি ৫.২ঙত্র একটি ব্যাটারি। পাশাপাশি ৮.৭ ব্যাটারি আলাদাভাবে চার্জ করা যাবে। এই ব্যাটারিগুলি ৩-৫ ঘণ্টার মধ্যে চার্জ করে ফেলা যাবে। সাইকেল আরোহীদের কথা ভেবে সাইকেলে থাকছে একটি এবিএস-সহ ডুয়াল রিস্ক ব্রেকও। তবে ব্যাটারির পাশাপাশি প্যাডেল করেও চালানো যাবে সাইকেলটি। হোম ডেলিভারির জন্য কোম্পানি নেক্সজু রোডলার্কের একটি কার্গো ভ্যারিয়েন্টও চালু হয়েছে। কোম্পানির চিফ মার্কেটিং অফিসার পঙ্কজ তিওয়ারির কথায়, "ই-সাইকেলের দুনিয়ায় যুগান্তকারী আবিষ্কার এই রেডলার্ক। মাত্র ১ ঘণ্টা চার্জ করলেই সাইকেলটি ছুটবে ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ। সাইকেল আরোহীদের অনন্য অভিজ্ঞতা দেবে এই সাইকেলটি।" তাঁর আশা, ই-সাইকেলটি জনপ্রিয় হলে পেট্রলচালিত স্কুটি বা মপেডের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাবে।" আর এই রেঞ্জের বৈদ্যুতিক সাইকেলের দাম শুরু হচ্ছে ৪৪ হাজার টাকা থেকে। স্বাভাবিকভাবেই এই সাইকেল যে আমজনতার মন কাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চটজলদি ফেসিয়াল

এবারের ঈদের সবকিছুই আলাদা। পরিবারের সঙ্গেই কাটবে মুহূতর্গুলো। এটাই সবচেয়ে বড় উপহার চলতি সময়ে। সাধারণত রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রগুলোতে ভিড় থাকত বেশ। এ চিত্র এবার নেই বললেই চলে। ঈদের বাহানায় না হলেও নিজের জন্য ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রূপবিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে রাত-দিন কাটালেও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়ছে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন, এমনকি ফেসিয়াল করে ফেলা যায়। সেই নিয়ম জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন।

তৈলাক্ত ত্বক থেকে তেল সরানো, লোমকূপের কোষ পরিষ্কার করা, নিস্তেজ ভাব দূর করার মতো কাজে সহায়তা করবে ফেসিয়াল। যেকোনো একটা ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে খুব ভালো করে মুখ মালিশ করে নিতে হবে দুবার। দুবারই পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ঠান্ডা পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখের ত্বক মুছে ফেলুন।

এরপর পালা স্ক্রাবিংয়ের। সুজি না থাকলে চাল ভিজিয়ে আধাভাঙা করে সুজির মতো বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন আফরোজা পারভীন।

এর সঙ্গে শসার রস, টক দই মিলিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকের ব্যবহার। ফ্রিজে যেসব সবজি বা ফল থাকে, সেসবই প্যাক হিসেবে দারুণ কাজ করে। মসুরের ডালের পেস্ট, কমলার রস বাড়িতে থাকা খানিকটা উপটান মেলানো প্যাক ১৫ মিনিটের জন্য চেহারার সঙ্গী হয়ে যাক। ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা তেল দিয়ে মালিশের কাজটি সহজেই করা যাবে। নারকেল তেল বা বেবি অয়েল দিয়েও কাজটি করতে পারেন। পাঁচ মিনিট মালিশ করার পর আবার পাঁচ মিনিট মালিশ করুন। কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। একই নিয়মে স্ক্রাবার বানিয়ে নিতে পারেন। আধাভাঙা চালের সঙ্গে মিলিয়ে নিন টমেটোর রস, সঙ্গে টক দই। দুই-তিন মিনিট মালিশ করে ধুয়ে ফেলুন কুসুম গরম পানি দিয়ে। এবার আসি প্যাক বানানোর ক্ষেত্রে। পাকা কলা, দুধের সরসহ অল্প দুধ ও পাকা পেঁপে ব্লেন্ড করে এক চামচ ময়দাও ব্যবহার করা যায়। পুরোটা মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। ১৫ মিনিট পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। তেল অথবা ময়েশ্চারাইরিং ক্রিম দিয়ে প্রথমে মালিশ করে নিতে পারেন পাঁচ মিনিট করে দুবার। চালের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া এবং টক দই মিশিয়ে স্ক্রাবার বানিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ময়দা, কাঁচা দুধ ও ডিমের সাদা অংশ ভালোভাবে মিশিয়ে চেহারায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের সংবেদনশীলতাও কমে যাবে, ত্বকও ভালো থাকবে।

কন্ডিশনার যেভাবে ব্যবহার করা উচিত

কন্ডিশনার চুল মসৃণ ও উজ্জ্বল করে। তবে ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানা থাকা চাই। সাধারণভাবে ব্যবহার সহজ মনে হলেও কিছু পন্থা না মানলে সঠিকভাবে কাজ করবে না কন্ডিশনার। চুলের গোড়ায় কন্ডিশনার ব্যবহার কন্ডিশনার ব্যবহারের সবচেয়ে সাধারণ ভুল হল চুলের গোড়ায় ব্যবহার করা। শ্যাম্পু মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখে আর কন্ডিশনার চুলের আগার যত্ন নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'সেলেব্রিটি হেয়ারস্টাইলিস্ট' মাইকেল ক্লিভল্যান্ড 'ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "শ্যাম্পু করার মাধ্যমে মাথার ত্বকে থাকা চুলের প্রসাধনীর অবশিষ্টাংশ ও তেল দূর হয়। চুলের গোড়ায় কন্ডিশনার ব্যবহার করা হলে পুনরায় এসব মাথার ত্বকে জমাট বাঁধে। ফলে চুল মলিন, চিমসে লাগে দেখতে।"

তাই কন্ডিশনার চুলের গোড়ায় নয় বরং আগায় ব্যবহার করতে হয়।

ভুল ভাবে ব্যবহার কন্ডিশনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে তা নয় বরং কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও খেয়াল রাখা জরুরি। চুলের প্রসাধণী ব্র্যান্ড 'সাশাহুয়ান'য়ের পরিচালক ট্রে গিলেন বলেন, "কেবল হাতে কন্ডিশনার নিয়ে চুলে কোনো রকমে তা লাগালেই হয় না। চুলের জটযুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও বেশি চাপ পড়ে এমন অংশে ভালো মতো কন্ডিশনার প্রয়োগ করতে হবে।" চুলে ভালো মতো কন্ডিশনার মাখতে প্রথমে কন্ডিশনার লাগিয়ে মোটা দাঁতের চিরুনি বা আঙুল দিয়ে জট ছাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। কন্ডিশনার ব্যবহারের পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত।

ঠিকমত শোষিত না হওয়া কন্ডিশনার ব্যবহারের পরে কেউ সঙ্গে সঙ্গেই তা ধুয়ে ফেলেন কেউ বা ২০ মিনিট অপেক্ষা করেন। চুলে কন্ডিশনার ব্যবহার করার পরে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয় যেন তা চুলে শোষিত হয়। সঠিক উপায়ে কন্ডিশনার ব্যবহার করা হলে চুলে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দেখা দেয়। অতিরিক্ত বা অল্প ব্যবহার ক্লিভল্যান্ড বলেন, "চুল ধোয়ার পরে কেউ সামান্য কেউ বা প্রায় বেশি পরিমাণে কন্ডিশনার ব্যবহার করেন। চুল ধোয়ার পরে যদি তা ভারী মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে পরিমাণে বেশি কন্ডিশনার ব্যবহার করা হয়েছে আর শুষ্ক মনে হলে বুঝতে হবে পরিমাণে কম ব্যবহার করা হয়েছে।"

পুর নিগম নির্বাচনে বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সাত রামনগর মণ্ডলের পক্ষ থেকে অভিনন্দ র‍্যালি। ছবি ঃ নিজস্ব।

শ্রীনগরের হোটেলে টানা দেড় মাস ধরে 'বন্দি' অসহায় বাঙালি মহিলা, নির্বাক পুলিশ প্রশাসন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : টানা দেড় মাস ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোঁজ মিলল নিউটাউনের বাঙালি মহিলা আনন্দিতা দে-র। জানা গিয়েছে, বিল মেটাতে না পারায় আনন্দিতাকে ওই হোটেলে কার্যত আটকে রাখা হয়েছে। রবিবার শ্রীনগরের সেই হোটেল থেকে আনন্দিতার অথর্ব বৃদ্ধা মা মীনা দেবীর কাছে ফোন আসে। তাতে বলা হয়, হোটেলের ঘরে আটকে আনন্দিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা তাঁকে হোটেল থেকে নিয়ে যান। পুরো ঘটনাটি জানিয়ে মিনা দেবী নিউটাউনের টেকনো সিটি থানায় ফোন করেন। তাঁর অভিযোগ, সবকিছু জানা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জানানো হয় বিধাননগর সিটি পুলিশেও। পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না দেখে অসহায় বৃদ্ধা মিনা দেবী পুরো ঘটনা জানিয়ে সাহায্য চান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তাতেও কোন সুরাহা মেলেনি।

মূলত বাগবাজারের বাসিন্দা মিনা দেবী। কয়েক বছর আগে তিনি ডিভোর্সি মেয়ে আনন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজার থেকে নিউটাউন এ চলে যান। আনন্দিতা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁর চিকিৎসা চলছে। মিনা দেবীর বয়স ৭০-এর উপর। তিনি এতটাই অসুস্থ যে, বিছানা থেকে নামতে পারেন না। অনিন্দিতার বয়স ৪১।

মিনা দেবী জানান, দেড় মাস আগে হঠাৎ করে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় অনিন্দিতা। এর কয়েক দিন পর অনিন্দিতা নিজেই আমাকে টেলিফোন করে। বলে, আমি শ্রীনগরের একটি হোটেলে আছি। আমি আর ফিরব না। তুমি আমাকে গুগল পে-র মাধ্যমে টাকা পাঠাও। হোটেলের বিল মেটাতে হবে। সেই কথা শুনে মিনা দেবী অনিন্দিতাকে টাকা পাঠাতে গিয়ে দেখেন তার মোবাইল ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে রয়েছে।

কিশোর খুনে গ্রেফতার দশম শ্রেণির ছাত্র, প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : চাকুলিয়ার কিশোর বিশাল সাউয়ের খুনের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রহস্যভেদ করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হল বিশালের স্কুলেরই এক ছাত্রকে। তবে খুনের মোটিভ নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রহস্যের শিকড়ে পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অমিত বিশ্বাস। এলাকারই এক হিন্দিভাষী যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল তার দিদির। কিন্তু কোনও কারণে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তীতে এক বাঙালি ছেলের সঙ্গে অমিতের দিদির বিয়ে ঠিক হয়। ১৩ ডিসেম্বর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তদন্তকারী সূত্রে খবর, সম্ভবত অমিতের মনে ধারণা তৈরি হয়েছিল যে প্রেমিকের সঙ্গে দিদির বিচ্ছেদে যোগ রয়েছে বিশালের। সেই কারণেই পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে তাকে। তবে কারণ নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। এদিকে ধৃতের মায়ের দাবি, মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতেই তাঁর ছেলেকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কানকি জৈন বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্র অমিত বিশ্বাস। স্কুল সূত্রে খবর, বরাবরই অন্য ছাত্রদের থেকে আলাদা সে। ছোট থেকেই স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি টাকা নিয়ে স্কুলে আসত। সহপাঠীদের সঙ্গে অশান্তি করত। সব মিলিয়ে তার আচরণে অতিষ্ঠ ছিল ওই স্কুলের শিক্ষক, পড়ুয়া সকলেই। একাধিকবার কাউন্সেলিংয়ের চেষ্টা করা হয় স্কুলের তরফে। ডেকে পাঠানো হয় মাকেও। একটা পরিবর্তন ও তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে। কিন্তু লকডাউনে দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকার ফলে ফের বদলে যায় অমিত। তবে সে যে এতটা নৃশংস ঘটনা ঘটাতে পারে, তা ভাবতেও পারেননি স্কুলের শিক্ষককরা।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের কানকি ফাঁড়ি এলাকার মাটিয়াড়ির বাসিন্দা বিশাল সাউ। সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সে। পড়ত কানকি জৈন বিদ্যামন্দিরে। শনিবার পাবজি খেলার নাম করে বন্ধুরা বিশালকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর আর বিশালের খোঁজ মেলেনি। রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি কিশোর। পরিবারের সদস্যরা এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলেও কোনও লাভ হয়নি। রবিবার সকালে বাড়ির রান্নাঘরের পিছনে পরিত্যক্ত এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই যুবককে খুনের অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে অমিতকে।

হাইকোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের স্কুলশিক্ষকের চাকরি বাতিল করল স্কুল সার্ভিস কমিশন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের জেরে মুর্শিদাবাদের এক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। সাম্প্রতিক সময়ে এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত বিরল বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

এসএসসি-র নবম-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন প্রশান্ত দাস নামে এক ব্যক্তি। দাবি করেছিলেন, মেধাতালিকায় উপরের দিকে নাম থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাননি। কিন্তু নীলমণি বর্মন নামে এক ব্যক্তির নাম মেধাতালিকায় নিচের দিকে থাকলেও তিনি চাকরি পেয়েছেন। এই মর্মে প্রশান্ত দাসের হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। অক্টোবরে দায়ের হয়েছিল সেই মামলা।

ওই মামলাটি উঠেছিল বিচারপতি অমৃতা সিংহের সিঙ্গল বেঞ্চে। সেই মামলার শুনানিতে আদালতে এসএসসি জানায় যে, ওই নিয়োগে কিছু সমস্যা ছিল। এরপরই আদালতের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, নিয়োগে ভুল থাকলে কেন বেতন দেওয়া হচ্ছে ওই শিক্ষককে। এসএসসির তরফে জানানো হয়, মামলাটি বিচারাধীন বলে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এই যুক্তিতে অসন্তুষ্ট হয় হাইকোর্ট। অবিলম্বে পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়। নভেম্বরের ২২ তারিখ মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তা বাতিল হয়ে যায়। এরপরই এসএসসির তরফে চিঠি দিয়ে মামলাকারী প্রশান্ত দাসের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকে জানানো হয়েছে, নীলমণি বর্মনের চাকরি বাতিলের বিষয়টি। এবিষয়ে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, "এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এরকম আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। সব ক্ষেত্রেই অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।"

আইসিসিইউ-তে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই সুব্রত, দেখতে গেলেন মমতা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : বুকের সমস্যা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে গণেশ। তাঁকে দেখতে রবিবার বিকেলে হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে গিয়ে তিনি কথা বলেন চিকিৎসকদের সঙ্গে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুকের সমস্যা নিয়ে কার্জিয়োলজি বিভাগে ভর্তি আছেন তিনি। আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের।

বেশ কয়েক দিন ধরেই বুকে ব্যথা হচ্ছিল সুব্রতের। এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসক সরোজ মণ্ডল-সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকে দেখছে। সোমবার তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। সরোজ মণ্ডল বলেন, "ওঁর বুকে ব্যথা হচ্ছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত তিনি স্থিতিশীল।" সম্প্রতি বৌদি কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে নেমেছিলেন সুব্রত।

পুরভোটে নিরাপত্তার নিয়ে সোমবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : আসন্ন কলকাতা পুরভোটে নিরাপত্তা নিয়ে সোমবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরভোটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ৩২ হাজার পুলিশ। এর মধ্যে ২৭ হাজার থাকবে কলকাতা পুলিশের কর্মী। এরই পাশাপাশি আরও ৫ হাজার রাজ্য পুলিশকে ভোটের দায়িত্বে মোতায়েন করা হবে। ভোটারদের লাইন সামলানোর দায়িত্বে থাকবে লাঠিধারী পুলিশ। এছাড়াও পাঁচটি ওয়ার্ড পিছু একটি করে কুইক রেসপন্স টিম রাখা থাকবে। প্রসঙ্গত, কলকাতার পুরভোটে মোট ৪ হাজার ৭৪২টি বুথ রয়েছে। ৩৮৫টি অতিরিক্ত বুথ রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, তবে এদিন কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে প্রস্তুতি-সহ রাজ্য তথ্য জমা দিয়েছে তাতে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর এলাকার নিরাপত্তা পরিকল্পনার বিষয়ে আলাদা করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

এদিকে রাজ্যপাল ও বিজেপির নেতারা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর দাবি তুলেছেন। যদিও সেই দাবি মানা হচ্ছে না বলেই খবর। কিন্তু অবাধ ভোট করাতে চায় কমিশন। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ভোট করতে চায় তৃণমূল। জোর করে যাতে বাধা না দেওয়া হয় সেই নিয়ে শনিবার প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক ব্যানার্জি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন।

দিগরখালে অবৈধভাবে কয়লাবাহী লরি পারাপারের ঘটনায় ধৃত আরও এক

দিগরখাল (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : মেঘালয় থেকে অবৈধভাবে মাত্রাতিরিক্ত কয়লা বোঝাই লরি দিগরখাল ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট গেট অতিক্রম করে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থান সহ ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে পাচারের ঘটনায় পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কয়লা পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কাটিগড়া পুলিশ আজ রবিবার আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত ব্যক্তির নাম বাপ্পন নাথ। দিগরখাল ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট গেট সংলগ্ন স্থানে তার একটি কম্পিউটার ও স্টেশনারি দোকান রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত বাপ্পন নাথের দোকানে বসে এমভি ও সেলস ট্যাক্স আধিকারিকদের ম্যানেজ করার যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি করত কয়লা পাচারকারী সিন্ডিক্যাট চক্র। অবৈধ প্রক্রিয়ায় কয়লাবাহী ট্রাক এমভি গেট অতিক্রম করার ঘটনায় সমানভাবে জড়িত ছিলেন কয়লা মাফিয়া চক্রের সঙ্গে পরিবহণ বিভাগের জনাকয়েক আধিকারিক, একাংশ জিএসটি কর্মী, কয়েকজন পুলিশ অফিসার সহ স্থানীয় কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী তথা দোকানের মালিকও।

পুলিশ এ পর্যন্ত পরিবহণ বিভাগের দুই কর্মচারী সহ নয়জনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। আজ দিগরখালের বাপ্পন নাথকে তার বাড়ি থেকে আটক করে কাটিগড়া থানায় নিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশের জেরার মুখে বাপ্পন স্বীকার করেছে, কয়লা ব্যবসায়ী ও পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকদের মধ্যে বেআইনি কারবারের দর কষাকষি তথা লেনদেন প্রক্রিয়ায় অনেক সময় সে মধ্যস্থতা করেছে। গত ৩০ নভেম্বর ভাঙ্গারপার থেকে কয়লাকাণ্ডে কালাইন বড়ইতলির সইদ উদ্দিন বড়লস্করকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তার বয়ান অনুযায়ী আরও বেশ কয়েকজন কয়লা মাফিয়া গ্রেফতার হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের কাছে কয়লা মাফিয়ার হটলিস্টের মধ্যে শাসক দল বিজেপি এবং এআইইউডিএফ-এর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম রয়েছে। এদিকে আজ অপর এক কয়লা মাফিয়া আবু সুফিয়ান বড়ভুইয়াঁকে আটক করেছিল পুলিশ। কিন্তু রহস্যজনকভাবে আবু সুফিয়ান বড়ভুইয়াঁকে ছেড়ে দেওয়ায় স্থানীয় ওয়াকহাবাল মহলে পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকার উপর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এআইডিএসও-র পশ্চিম শিলচর আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিলচর (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ রবিবার এআইডিএসও-র পশ্চিম শিলচর আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কলেজ রোডে। দলের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য সাবির আহমেদে পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সংগঠনের রাজ্য কাউন্সিল সদস্য স্বপন চৌধুরী। সম্মেলনে সংগঠনের জেলা সম্পাদক গৌরচন্দ্র দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ শিক্ষা ধ্বংসকারী একটি সর্বনাশা আইন। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, শিক্ষানুরাগী জনগণ এই আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ছাত্রছাত্রীরাও আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। তিনি আগামী দিনে সর্বনাশা নতুন এই জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা শিলচরের গভর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে শিবু বৈষ্ণবকে সভাপতি, রিপন চৌধুরীকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পশ্চিম শিলচর আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়েছে আজ। অনুষ্ঠানে জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য আপনলাল দাস, তুতন দাস, হিল্লোল ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এদিন সম্মেলনের শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রিয়ঙ্কা দাস, রূপা দাস, প্রমীলা বৈষ্ণব, নেহা দাস প্রমুখ।

জল জমা রুখতে প্রস্তুত কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): শনিবার থেকে শুরু হয়েছে শহরজুড়ে একটানা বৃষ্টিপাত। একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘাট। তবে জল জমা রুখতে ভারতে তৎপর কলকাতা পুরসভা।

শনিবার থেকেই উপকূলবর্তি এলাকা গুলোতে জওয়াদ রাজ করার জেরে উত্তাল দিঘার সমুদ্র। হাওয়ার দাপট সঙ্গে হচ্ছে বৃষ্টি। যদিও জওয়াদ ঘূর্ণিঝড় থেকে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ফলত তার প্রভাবে রবিবার একটানা হচ্ছে বৃষ্টিপাত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও থামে না বৃষ্টি। যার ফলে শহরের নিচু এলাকাগুলোতে জমে যায় জল। যদিও রবিবার কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, নদীতে ভাঁটা চলছে ফলে গঙ্গায় জলস্তর কম। যদি এই সময় ভারী বৃষ্টি হয় তবে খুব একটা জল জমার সম্ভাবনা নেই। পুরসভার তরফে সব লকগেট খোলা রয়েছে। বাংলার দিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এগোতেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি। সেই সময় লকগেট বন্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে শহরে জল জমার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে, সোমবার পর্যন্ত দুর্যোগ চলবে বাংলায়।

জোড়াফুলের রাজেশ আর পদ্মের রাজীব, কলকাতায় দুই ফুলের প্রার্থীর লড়াইয়ে দুই ভাই

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : জোড়াসাঁকোর সিং পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক দিনের। পিতা প্রয়াত অনয়গোপাল সিংয়ের উত্তরাধিকার সূত্রেই তাঁর দুই পুত্র রাজেশ ও রাজীব এসেছেন রাজনীতিতে। কিন্তু এবার কলকাতা পুরভোটে দুই ভাই প্রার্থী হয়েছেন দুই শিবির থেকে। দাদা রাজেশ সিং প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল থেকে, আর ভাই রাজীব সিং প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির। তবে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি তাঁরা। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর স্মিতা বক্সীকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে রাজেশকে। আর ভাই পদ্ম প্রতীকে রাজীব প্রার্থী হয়েছেন ৪১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। রাজেশ ও রাজীব পৃথক শিবির থেকে প্রার্থী হলেও এখন তাঁরা বাস করেন একসঙ্গেই।

নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, তাঁদের উভয়েরই ঠিকানা ১৩ পাঁচু ধোবানি গলি, কলকাতা— ৭০০০০৭। দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কও যথেষ্ট ভাল। শুধু এক বাড়িতে থাকাই নয়, পারিবারিক ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে রাজেশ ও রাজীবকে একত্রেই দেখা যায় বলে জানাচ্ছেন তাঁদের ঘনিষ্ঠরা। তাঁদের পিতা অনয়গোপাল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পরিচিত নাম ছিলেন। ১৯৯৬ সালে জগদ্দল বিধানসভা থেকে বিধায়কও হয়েছিলেন। দুই ছেলেও বাবার হাত ধরে কংগ্রেসে আসেন। কিন্তু বর্তমানে রাজেশ তৃণমূলে, রাজীব বিজেপিতে।

দুই ভাইয়ের পৃথক শিবির থেকে প্রার্থী হওয়া নিয়ে উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি তাপস রায়ের বক্তব্য, "একই পরিবারে থেকে পৃথক রাজনীতি করা যাবে না, এমনটা কোথাও বলা নেই। মতাদর্শ পৃথক হতেই পারে।" তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর আবার বক্তব্য, "তথাগত রায় ও সৌগত রায় দুই ভাই। কিন্তু তাঁরাও তো পৃথক রাজনীতি করেন। সেক্ষেত্রে তো সংবাদমাধ্যম কোনও প্রশ্ন তোলে না?" প্রসঙ্গত, রাজেশ ও রাজীবের মতোই, ২০১৪ সালে দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন বিজেপি নেতা তথাগত এবং তৃণমূলের প্রতীকে দমদম থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন সৌগত। বিজেপির তথাগত পরাজিত হলেও, জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের সৌগত।

জওয়াদের কারণে কপ্টারে নয় ট্রেনেই জেলা সফরে যাবেন মমতা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : আগামী মঙ্গলবার থেকে জেলা সফর শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন জেলায় গিয়ে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রতিবারের মত এবার তিনি আকাশপথে জেলা সফরের না গিয়ে ট্রেনে সফর করবেন বলে জানা গিয়েছে।

শীতের মুখে বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ এবং তার জেরে ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা তৈরি হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে। যদিও বিপদ কেটে গেছে। তা সত্ত্বেও জওয়াদের কারণে তিনি আকাশপথে জেলা সফর বাতিল করেছেন। এবার তিনি ট্রেনে চেপে বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক বিভাগে যোগ দেবেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর তিনি জেলা সফরে রওনা দিচ্ছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে তার হেলিকপ্টার সফর বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর গঙ্গারামপুর প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য আগামীকাল সোমবার হাওড়া থেকে শতাব্দি এক্সপ্রেসে উঠবেন তিনি। গঙ্গারামপুরে দুপুর একটায় বৈঠকের পর মমতা যাবেন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের। সেখানে দুপুর তিনটে থেকে শুরু হবে বৈঠক। এরপর তিনি চলে আসবেন মালদায়। বুধবার সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক যোগ দেবেন দুপুর একটায়। ঐদিন ফের বিকেল সাড়ে চারটে বৈঠক হয়েছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। সূত্রের খবর, মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর আগামী ৯ ডিসেম্বর তিনি কৃষ্ণনগরে বৈঠক করে কলকাতায় ফিরবেন। তবে কলকাতায় ফেরার সময় তিনি হেলিকপ্টারে ফিরবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

ডাইনি অপবাদে মহিলাকে মারধর, ধৃত যুবক

ঝাড়গ্রাম, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার ঝাড়গাম আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম অজয় কালিন্দী। এই ঘটনাটি শনিবার বিকেলে ঘটেছে ঝাড়গাম জেলার জামবনী থানার মুনিয়াদা গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে মুনিয়াদা গ্রামের বাসিন্দা শাউড়ী হেম্ব্রমের চার ছেলে রয়েছে। যার মধ্যে তিন ছেলে কর্মসুত্রে বাইরে থাকেন। আর এক ছেলে এদিন ঘটনার সময় জমিতে কাজ করছিলেন। সেই সময় অজয় কালিন্দী হঠাৎ করে শাউড়ী হেম্ব্রমের বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। এবং তাকে ডাউনি অপবাদ দিয়ে মারধর করতে শুরু করেন। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে উদ্ধার করেন। এরপর ওই মহিলার এক ছেলে বাড়ি ফিরে আসার পর জামবনী থানায় অজয় কালিন্দীর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই গ্রামের অজয় কালিন্দীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। এদিন ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তুলেছিলেন পুলিশ।

অস্ত্রসহ ধৃত বিজেপি নেতার তিনদিনের পুলিশি হেফাজত

ঝাড়গ্রাম, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : অস্ত্রসহ ধৃত বিজেপি নেতা দূর্গা মুদীকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। শনিবার ওই বিজেপি নেতাকে অস্ত্রসহ পাকড়া করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি একনলা বন্ধুক উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি বেলাটিকরী অঞ্চলের বিজেপির অঞ্চল প্রমুখ। ঘটনা ঘটেছে লালগড় থানার বেলাটিকড়ি অঞ্চলের অগোয়া গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে লালগড় থানার বেলাটিকড়ি অঞ্চলের অগোয়া গ্রামের লক্ষণ টুডু নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি সাগর মুর্মুর বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন। অভিযোগ সেই সময় ওই গ্রামের দূর্গা মুদী নামে বিজেপির এক স্থানীয় নেতা সেখানে উপস্থিত হয়ে বচসায় জাড়িয়ে পড়েন। এরপর দূর্গা মুদী নিজের কোমড় থেকে বন্দুক বার করে হুমকি দিতে থাকে লক্ষনকে বলে অভিযোগ। ভয়ে তারা চিৎকার শুরু করলে গ্রামের অন্যান্য মানুষ জন ছুটে আসেন এবং তাকে আটকে রেখে লালগড় থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত দূর্গা মুদীকে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে। লক্ষন টুডুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে। এদিন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য এই বেলাটিকরি অঞ্চলে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে তীব্র রাজনৈতিক চাপান উতর রয়েছে। যদিও এই গ্রেফতারের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। বিনপুর মন্ডলের সভাপতি চন্দ্রশেখর প্রতিহার বলেন ’আমাদের অঞ্চলের শক্তি প্রমুখ দূর্গা মুদীকে সম্পুর্ন মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।এছাড়াও আমাদের চার গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। ’অন্যদিকে বিনপুর এক ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শ্যামল মাহতো বলেন ’’ বিজেপির ওই ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে তৃণমূলের ছেলেদের ভয় দেখাতে গিয়েছিল। গ্রামের লোক জন তাকে আটকে রেখে ছিল। পুলিশ গিয়ে দেখেছে। এর সাথে তৃণমূলের কোন সম্পর্ক নেই। ’ কেন ওই ব্যক্তি নিজের কাছে বন্দুক রেখেছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপির ১৯ জন টিভি প্যানেলিস্টের তালিকা ঘোষণা

গুয়াহাটি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : টিভি প্যানেলিস্ট হিসেবে প্রদেশ বিজেপি ১৯ জন দলীয় নেতার তালিকা ঘোষণা করেছে। অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা আজ রবিবার দলীয় জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তাদের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী ১৯ জন টিভি প্যানেলিস্টের মধ্যে বরাক উপত্যকা থেকে স্থান পেয়েছেন করিমগঞ্জ বিজেপির প্রবীণ নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। এর মধ্যে চারজন বিধায়কও রয়েছেন। এঁরা যথাক্রমে হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া, দিগন্ত কলিতা, বিশ্বজিৎ ফুকন এবং রূপেশ গোয়ালা। ১৯ জন টিভি প্যানেলিস্টদের মধ্যে বাকিরা হলেন বিজয়কুমার গুপ্তা, মনোজ বরুয়া, ঋতুবরণ শর্মা, মমিনুল আওয়াল, প্রমোদ স্বামী, বিজিৎ গৌরা নার্জারি।

এবার দিল্লিতে ওমিক্রন-এর হদিশ এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি ওই রোগী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটক, গুজরাট ও মুম্বইয়ের পর এবার রাজধানী দিল্লি। দিল্লিতে এবার করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন-এর হদিশ মিলেছে। ওমিক্রন-এ আক্রান্ত ওই রোগী দিল্লির লোক নায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রবিবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, 'প্রথম ওমিক্রন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে দিল্লিতে। তানজানিয়া থেকে আসা ওই রোগী এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।' সত্যেন্দ্র জৈন আরও জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোভিড-আক্রান্ত ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কর্ণাটক, গুজরাট ও মুম্বইয়ে ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। শনিবার গুজরাটের জামনগরে এক ব্যক্তির দেহে ওমিক্রনের হদিশ মেলে। সম্প্রতি তিনি জিম্বাবোয়ে থেকে ফিরেছিলেন। দেশে প্রথম ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মেলে কর্ণাটকে।
৬৬ বছরের এক পুরুষ এবং ৪৬ বছরের এক মহিলার দেহে করোনার এই নতুন প্রজাতির হদিশ মিলেছে। মুম্বইয়ে ওমিক্রন-এ আক্রান্তের বয়স ৩৩ বছর। তিনি ডোম্বিবলীর বাসিন্দা। নভেম্বরের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দুবাই এবং দিল্লি হয়ে মুম্বই বিমানবন্দরে নামেন তিনি। তাঁর কোভিড পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এবার দিল্লিতেও ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে।

দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না দিল্লি-এনসিআর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণ ও ধোঁয়াশা কাটছেই না দিল্লির বাতাস থেকে। ধোঁয়াশার জন্য রবিবার একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায় দিল্লির দৃশ্যমানতা। স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শ্বাসকষ্ট তো রয়েছেই। রবিবার সকালে একেবারে ধোঁয়াশার চাদর ঢাকা ছিল দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির। দূষণের কবলে ছিল রাজঘাট থেকে দিল্লির সরাই কালে খান এলাকা। দৃশ্যমানতা কম থাকায় এদিন সকালেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করেছে যানবাহন। এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পারদ-পতন হতেই শীত শীত অনুভূত হয়েছে দিল্লিতে। সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এদিন সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল দিল্লির আকাশ।
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে দিল্লির বাতাসে দূষণ-সূচক ছিল ৩০৫, যা খুবই খারাপ। দিল্লির পাশাপাশি এদিন দূষণের কবলে ছিল রাজধানী সংলগ্ন পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর। ফরিদাবাদ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৯৬, গাজিয়াবাদে ২৮৮, গুরগাঁওতে ১৭৪ ও নয়ডাতে ২৭৩। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তা হলে তা ভাল। ৫১ থেকে ১০০ হলে, তা সন্তোষজনক, ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত সহনীয়। ২০১ থেকে ৩০০ খারাপ, ৩০১ থেকে ৪০০ খুব খারাপ এবং ৪০১ থেকে ৫০০ হল গুরুতর।

শক্তি ক্ষয় হচ্ছে জাওয়াদ-এর পুরী ও দিঘার সমুদ্র উত্তাল

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ধীরে ধীরে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ-এর। রবিবার দুপুরেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ওডিশার পুরীতে ঢুকতে পারে জাওয়াদ। তারপর আরও দুর্বল হয়ে ঢুকবে পশ্চিমবঙ্গে। ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হলেও, রবিবার সকালে পুরীর সমুদ্র এবং দিঘার সমুদ্র যথেষ্ট উত্তাল ছিল, তীব্র জলোচ্ছ্বাসও হয়েছে। দুই সমুদ্র শহরেই এদিন সকালে হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিও হয়েছে।
শনিবারই শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় 'জওয়াদ'। রবিবার সকালে তা আরও শক্তিক্ষয় করে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং ঘণ্টায় ১১ কিলোমিটার গতিবেগে ওডিশা উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে জানিয়েছে 'জওয়াদ'-এর জন্য ভারি থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।জাওয়াদ-এর জন্য বিশেষ চিন্তার কোনও কারণ নেই বলেই জানিয়েছেন আবহবিদরা।
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রবিবার সকাল থেকেই পুরীর আকাশের মুখভার, মেঘাছন্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গও। কলকাতা, হুগলি, হাওড়া-সহ রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার রাত পর্যন্ত ভারি থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই কৃষকের জমির ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ ডিসেম্বর।। নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই এক কৃষকের জমির ধান। ঘটনা উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি গ্রামের ফকির বাড়ি এলাকায়। সংবাদ সূত্র মারফৎ জানা যায় গতকাল রাত আনুমানিক এগারোটায় ফকির বাড়ি এলাকায় জমি থেকে ধান কেটে ঐ এলাকার একটি পুকুর পাড়ে ধান গুলো মারাইয়ের জন্য রাখেন খিলপাড়া আটি পাড়া এলাকার গরীব কৃষক আনিচ মিঞা মিধ্যা। কিন্তু গতকাল গভীর রাতে কে বা কারা কুমতলবে ঐ সংগৃহীত ধানের তোপে আগুন ধরিয়ে দেয়।
আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে ফকির বাড়ি এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রথমে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে এক ঘন্টা পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কোন গাড়ি আসেনি।পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ কাকড়াবন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দেড় ঘন্টা পর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি এসে ঘটনা স্থলে পৌছায়। এদিকে প্রায় সব জমাকৃত ধান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার পেছনে নাশকতার অভিযোগ করেন ধানের মালিক আনিচ মিঞা মিধ্যা।এই ঘটনায় গোটা এলাকায় কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ ও কৃষকরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মুহুরীপুরে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ ডিসেম্বর।। দক্ষিন ত্রিপুরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর , মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্র ও ঘোষপাড়া বালক সংঘের উদ্দ্যোগে এক মেগা স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজনকরাহয়। রবিবার শান্তির বাজার মকুমার অন্তর্গত উত্তর মুহুরীপুর ঘোষ পাড়ায় দূর্গামন্দির প্রাঙ্গনে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজনকরাহয়। এই স্বাস্থ্যশিবিরে শান্তির বাজার জেলা হাসাপতালথেকে ডায়বেটিস বিশেষঞ্জ ডঃ শান্তনু দাস, শিশু বিশেষঞ্জ ডঃ প্রসনজিৎ দাস, চক্ষুবিশেষঞ্জ ডঃ উমাকান্ত আচার্য্য, নাক, কান ও গলার বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডঃ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, অস্থি, পেশি ও নার্ভের বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডঃ রাকেশ দাস উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ নমঃ। আজকের এই মেগা স্বাস্থ্যশিবিরে ডায়বেটিস চিকিৎসক ডঃ শান্তনু দাসকে কাছেপেয়ে এলাকার লোকজন খোবই আনন্দিত। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ডঃ শান্তনু দাস ও শিশু বিশেষঞ্জ ডঃ প্রসনজিৎ দাসের চেম্বারে রুগিদের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষনীয়। এইমেগা স্বাস্থ্য শিবিরে রুগি দেখার পাশাপাশি সকলকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরনকরাহয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে পরিবার নিয়ন্ত্রনের উপর গুরুত্বদিয়ে সকলের উদ্দ্যোশ্যে কিছু বক্তব্য তুলে ধরলেন দক্ষিনজেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ নমঃ। আজকের এই মেগা স্বাস্থ্যশিবিরে লোকজনের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষনীয়।

পূর্ব পালাটানায় প্লাস্টিকের চাল ঘিরে গুঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যের চারিদিকে কান পাতলে শোনা যায় রাজ্যের কোন না কোন জায়গায় প্লাস্টিক ঔষধ, প্লাস্টিক আঠা, প্লাস্টিক ডিম, প্লাস্টিক চাল মিলেছে। এসব জিনিসপত্র খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।
উদয়পুর মহকুমার পূর্ব পালাটানা ৪ নং সরকারি ন্যায্যমূল্য দোকানে প্লাস্টিকের চাল এর সন্ধান মিলেছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়,গত নভেম্বর মাসে রেসন থেকে পাওয়া চাল বাড়ি নিয়ে যায় অনেকে। ওই চাল গুঁলি রান্না করে খাওয়ার পর হঠাৎ পেট ব্যাথা শুরু করে। এক এক করে গোটা পরিবার অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করে। পাশের বাড়ির আরেকজন দেখতে এসে শুনতে পায় প্লাস্টিক চাল এর কথা। তখনই প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে তার নিজ ঘরে চাল গুলো দেখে এবং সেখানেও দেখতে পায় একই রকমের দৃশ্য। আর এরকম দৃশ্য দেখে পূর্ব পালাটানায় এলাকা চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।
কিছুদিন পরপরই প্লাস্টিকের চাল প্লাস্টিকের ডিম সহ অন্যান্য জিনিসপত্র হওয়ায় সাধারণ মানুষের রীতিমতো দ্বিধাগ্রস্ত। বিষয়গুলির সমস্ত তদন্তক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ইন্দোনেশিয়ায় অগ্ন্যুৎপাতে মৃত্যু বেড়ে ১৩, গৃহহীন শতাধিক পরিবার

জাকার্তা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি মাউন্ট সেমেরুর অগ্ন্যুৎপাতে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। যখন হয়েছেন কমপক্ষে ৫৭ জন। গৃহহীন শতাধিক পরিবার, প্রাণ বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়েছেন। শনিবার দুপুর থেকেই ফের জেগে ওঠে জাভা দ্বীপের দীর্ঘতম আগ্নেয়গিরি সেমেরু। আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে ভয়ে পালাতে থাকেন সাধারণ মানুষ। শুরু হয় আতঙ্কের প্রহর। কয়েক হাজার মানুষজন বাড়ি-ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন।
ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল ডিজাস্টার মিটিগেশন এজেন্সির (বিএনপিবি) মুখপাত্র আব্দুল মুহারি জানিয়েছেন, "এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকারীরা আরও অনেক মরদেহ দেখেছেন।"অগ্ন্যুৎপাতের ছাইয়ে পূর্ব জাভা প্রদেশের লুমাজাং জেলার অন্তত ১১টি গ্রাম ঢাকা পড়েছে। গতরাতে ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্তত ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ওমিক্রন ঠেকাতে তৎপর উত্তরাখণ্ড সরকার, পুষ্কর জানালেন রাজ্যবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে

হরিদ্বার, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন। নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও কর্ণাটক, গুজরাট, মুম্বই ও দিল্লিতে হদিশ মিলেছে ওমিক্রন। এমতাবস্থায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানালেন, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে। বিশেষ কমিটির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। দৈনিক ২৫ হাজার টেস্টিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
এদিন হরিদ্বারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আরও জানিয়েছেন, টেস্টিংয়ের বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। রেল স্টেশন, বিমানবন্দর ও সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে টেস্টিং বাড়ানো হয়েছে।

রাশিয়ায় করোনায় মৃত্যু ২.৮১ লক্ষাধিক

মস্কো, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় করোনা-সংক্রমণ দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে হাজারেরও বেশি রোগীর, সেই মৃত্যু-মিছিল বিগত ২৪ ঘন্টাতেও অব্যাহত থাকল। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২০৬ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২০৬ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,৮১,২৭৮ জনের। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২,৬০২ জন।

রিমান্ডে

● প্রথম পাতার পর

টি এস আর জওয়ান অভিযুক্ত জওয়ান সুকান্ত দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে মধুপুর থানায়। সেই অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত হয় মধুপুর থানায়। মামলা নম্বর মধুপুর থানা ২০/ ২০২১। মামলা হয়ে আইপিসির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারাতে। মধুপুর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং আসামিকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার মধুপুর থানার পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্ত জওয়ান সুকান্ত দাসকে বিশালগড় আদালতে তুলে। যথারীতি মাননীয় আদালত অভিযুক্ত সুকান্ত দাসকে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী।

পাহাড়

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। বিষয়টি নিয়ে শনিবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের সামনে দীর্ঘক্ষন ধরে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন স্বাস্থ্যকর্মী ও টেস্ট করাতে আসা রোগীরা। পরবর্তী সময়ে তাদের বাকবিতণ্ডা দেখে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরাও ছুটে আসে।
বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ল্যাবে থাকা কর্মী রোগীকে আগরতলা থেকে ব্লাড টেস্ট করতে হবে তাদের জানিয়ে দেয়।এখানে টেস্ট হবেনা বলে সাফ জানিয়ে দেন। তা নিয়ে রোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এখন দেখার বিষয় স্বাস্থ্য দপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রোগীর আত্মীয় পরিজনরা।

নাগাল্যান্ডে গণহত্যা

● প্রথম পাতার পর

উত্তাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। তবে গণ-হামলায় কোনও জওয়ান আহত হয়েছেন কি না জানা যায়নি। আসাম রাইফেলস-এর আউটপোস্ট চত্বরের বেশ কয়েকটি এলাকায় আকাশে কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কোহিমার কিসামায় চলমান রাজ্যের প্রধান উৎসব হর্নবিল-এর সময় এ ধরনের নৃশংস ঘটনায় গোটা রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে নাগাদের জাতীয় সংগঠন 'হর্নবিল উৎসব'-এ অংশগ্রহণ করবে না 'কন্যাক ইউনিয়ন' এবং ছয়টি নাগা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত 'দ্য ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিউপিলসঅর্গানাইজেশন' (ইএনপিও) হর্নবিন উৎসবে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এদিকে, গুজব ছড়িয়ে যাতে উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়, সে জন্য মন জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্যের গৃহ দফতর। এ প্রসঙ্গে নাগাল্যান্ডের গৃহ দফতরের কমিশনার অভিজিৎ সিনহা বলেছেন, ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন ১৯৮৫-এর ধারা ৫-এর অধীনে অপপ্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যে এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অপপ্রচার চালাবে, তাকে সিআরপিসি-র ১৮৮-র অধীনে এবং ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে অস্থিরতা মোকাবিলায় মন জেলায় মোবাইল ডেটা এবং বাল্ক ম্যাসেজিং পরিষেবা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট / ডেটা সার্ভিস / সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারীর বাল্ক এসএমএস সমগ্র মন জেলায় অবিলম্বে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর হয়েছে, জানান গৃহ দফতরের কমিশনার অভিজিৎ সিনহা।
আসাম রাইফেলস-এর এক আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, মায়ানমার সীমান্তবর্তী মন জেলায় উগ্রপন্থী বিরোধী অভিযানের জন্য তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত। কেননা, এনএসসিএন-এর বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি ভারত ভূখণ্ডে এসে জঙ্গি কার্যকলাপ সংগঠিত করে মায়ানমারে পালিয়ে যায়। তাই এই জেলা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত। এরই প্রতিফলন গতকাল হয়েছে। ওটিং গ্রামে এনএসসিএন (কে) জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি বড় দল ঘাঁটি গেড়েছে বলে এক খবর ছিল। ওই খবরের ওপর ভিত্তি করে কয়লা শ্রমিকদের জঙ্গি ক্যাডার ভেবে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত হবে। তদন্তে গতকালের গুলি বর্ষণের প্রকৃত কারণ বের হবে, বলেছেন আধিকারিকটি

মমতার

● আটের পাতার পর

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। যারা আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে ন্যায়বিচার পায় তাও নিশ্চিত করতে হবে।'
স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি পিক-আপ ভ্যানে করে ওটিঙে ফিরছিলেন গ্রামবাসীরা। খনি থেকে কাজ সেরে ফিরছিলেন তাঁরা। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েই সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে ওই এলাকায় অভিযানে গিয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। জঙ্গি ভেবে গ্রামবাসীদের লক্ষ করেই গুলি চালায় বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ কোনও খবর না মেলায় নিহতদের পরিবার পরিজন তাঁদের খুঁজিতে বেরোয়। এর পরই দেখা যায়, ট্রাকের উপর পড়ে রয়েছে মৃতদেহগুলি।

সুশান্ত চৌধুরী

● আটের পাতার পর

সম্মখীন হতে হচ্ছে সে বিষয়গুলি আধিকারিকগণ পর্যালোচনা বৈঠকে তুলে ধরেন। বৈঠকে মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী সমস্যাগুলি নিরসনে স্থানীয় প্রশাসনিকস্তরে কথা বলার পরামর্শ দেন।
পর্যালোচনা বৈঠকে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী আরও বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দিতে হবে। লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে এই মিশনের কাজ চ্যালেঁর সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপকে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে দায়িত্ব নিয়েই।
পর্যালোচনা বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস (রায়), খোয়াই প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস, মুঙ্গিয়াকামী ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, খোয়াই জেলার জেলাশাসক মিতা মল, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক, কল্যাণপুর, তুলাশিখর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, পদ্মবিল, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, প্রকল্পের সাথে যুক্ত নির্বাহী ও সহকারি বাস্তুকারগণ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

● আটের পাতার পর

সঙ্গে কিভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল তা নিয়ে কোড অফ ইনকোয়ারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি পিক-আপ ভ্যানে করে ওটিঙে ফিরছিলেন গ্রামবাসীরা। খনি থেকে কাজ সেরে ফিরছিলেন তাঁরা। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েই সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে ওই এলাকায় অভিযানে গিয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। জঙ্গি ভেবে গ্রামবাসীদের লক্ষ করেই গুলি চালায় বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ কোনও খবর না মেলায় নিহতদের পরিবার পরিজন তাঁদের খুঁজিতে বেরোয়। এর পরই দেখা যায়, ট্রাকের উপর পড়ে রয়েছে মৃতদেহগুলি।

রাহুল গান্ধী

● আটের পাতার পর

পক্ষ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, 'ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হবে। দোষীদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।'
কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সত্যিকারের জবাব চেয়েছেন কেন্দ্রের কাছ থেকে। রাহুল গান্ধী টুইট করে লিখেছেন, 'এটা হৃদয় বিদারক।প্রকৃত জবাব দিতে হবে সরকারকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আসলে করছেটা কী আমাদের নিজের ভূমিতে সাধারণ মানুষ অথবা সুরক্ষা বাহিনী কেউ সুরক্ষিত নয়।'

আহত ছয়

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পানিসাগর মহকুমাধীন জলাবাসা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ নিশি দেবনাথ নামের মাঝবয়সি এক ব্যক্তি জলাবাসা বাজার থেকে বাজার সেরে বাইকে করে নিজ বাড়ি ফেরার পথে অপরদিক থেকে আগত একটি যাত্রীবাহী অটোর সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে গুরুতরভাবে জখম হন বাইক চালক নিশি দেবনাথ। দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি দমকল কর্মীরা অকুস্থল থেকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকেও শিলচর মেডিক্যালে রেফার করেন।
সর্বশেষে, চতুর্থ পথ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে গতকাল মধ্যরাতে। জেলা সদর ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকার ব্রিজের উপর। এতে টিআর ০২ বি ৫৯৯৩ নম্বরের বাইক এবং টিআর ০৫ বি ০৩৭৪ নম্বরের মারুতি অল্টোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জানা গেছে, বাইকটি দ্রুতগতিতে এসে অল্টো গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে বাইক চালক পঙ্কজ রায় (২৩) এবং বাইক আরোহী প্রীতম সিনহা (৩২) রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দুমড়ে-মুচড়ে যায় তাদের পালসার বাইকটি। ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল বাহিনীর কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবসায় বাইক চালক ও বাইক আরোহীকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বাইক আরোহী প্রীতম সীনহা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও চিকিৎসকদের পরামর্শে বাইক চালক পঙ্কজকে শিলচর মেডিক্যাযল কলেজ হাসপাতালে পঠানো হয়েছে।
একই দিনে উত্তর জেলার তিনটি মহকুমায় পৃথক পৃথক চারটি পথ দুর্ঘটনায় গুরতর আহত হয়েছেন মোট ছয় জন। ঘটনার পর পুলিশ তদন্তে নেমে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলো নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সম্প্রতি পথ দুর্ঘটনার মাত্রা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় শঙ্কা বোধ করছে এলাকার সচেতন মহল।

অসন্তোষ

● প্রথম পাতার পর

হতে পারে এর স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে প্রায় চৌদ্দটি মারণ রোগের সম্ভাবনা থাকে যা এলাকাবাসীর তরফে জেলাশাসকে দেওয়া অভিযোগপত্রে উল্লেখ করে এ ব্যাপারে জেলা শাসকের দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও লক্ষ্মীপুর এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল থেকে মাত্র ৮ থেকে ১০ মিটার দূরত্বে এবং প্রায় ২৫ মিটারের মধ্যে থাকা লক্ষ্মীপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পঞ্চায়েত অফিস, লক্ষীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশে টাওয়ার নির্মাণের কাজ চলছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকদের সাথে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই। সবচেয়ে বড় উদ্যোগের বিষয়, টাওয়ার বসানোর স্থান থেকে আন্তর্জাতিক সীমানার আকাশ দূরত্ব ১০০ মিটারেরও কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে এলাকার তথা দেশের নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ফেলে একটা মোবাইল কোম্পানি তাদের টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ নিতে পারে এরকম একটা স্পর্শকাতর এলাকায় এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি মোবাইল টাওয়ার বসানোর স্থান পরিবর্তন করতে হবে।

এক্সপ্রেস

● প্রথম পাতার পর

একটি আইসিএফ রিলিজ রেক সহ মোট ১০টি কোচ নিয়ে জনশতাব্দি এক্সপ্রেস চালাবে উত্তরপূর্ব রেল। আগরতলা থেকে শিলচর পর্যন্ত ২৫৬ কিলোমিটার পথ সাড়ে চার ঘণ্টায় অতিক্রম করবে। সুপারফাস্ট জনশতাব্দি এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলা থেকে ছাড়বে সকাল ছয় (৬:০০)-টায় এবং শিলচর এসে পৌঁছবে সকাল সাড়ে দশ (১০:৩০)-টায়। শিলচর থেকে ছাড়বে বিকেল সাড়ে পাঁচ(০৫:৩০)-টায় এবং আগরতলা গিয়ে পৌঁছবে রাত দশ (১০:০০)-টায়। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ছেড়ে কেবল আমবাসা, ধর্মনগর, নিউ-করিমগঞ্জ, বদরপুর স্টেশনে দাঁড়াবে।
এদিকে চলতি মাসে ট্রেনটি চালু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত দিন তারিখ ঠিক হয়নি বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সূত্রে জানা গেছে।

বার্সায় জাভির প্রথম হার
লিভারপুলের রুদ্ধশ্বাস জয়

আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখের মাঠে বাঁচা-মরার ম্যাচ বার্সার, শেষ ষোলোতে উঠতে হলে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ সেই ম্যাচে জিততেই হবে বার্সাকে। বায়ার্নের মাঠে আবার কখনো জেতার রেকর্ডও নেই কাতালানদের। সেই ম্যাচের আগে কোথায় নতুন কোচের অধীনে আশা দেখার মতো কিছু পাবে বার্সা, উল্টো হেরেই গেল! নিজেদের মাঠ ক্যাম্প ন্যু-তে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে বার্সার হারটা ন্যূনতম ব্যবধানেরই (১-০)।

ইংল্যান্ড লিভারপুল আছে বার্সার বিপরীত অবস্থানে। বার্সা যেখানে ধুঁকছে, লিভারপুল উড়ছে। চ্যাম্পিয়নস লিগে আতলেতিকো মাদ্রিদ, এসি মিলান ও পোর্তোর সঙ্গে মৃত্যুকূপে পড়লেও সেখান থেকে আগেভাগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করে রেখেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল, প্রিমিয়ার লিগেও শিরোপাদৌড়ে আছে বেশ ভালোভাবেই। দৌড়ে আজ একটু এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল লিভারপুল। যোগ করা সময়ে ডিভক অরিগির গোলে উলভারহ্যাম্পটনের মাঠে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে অলরেডরা।

দিনের আগের ম্যাচে লিগশীর্ষে থাকা চেলসি ৩-২ ব্যবধানে হেরেছে ওয়েস্ট হামের মাঠে। এরপর নিজেদের ম্যাচে এই জয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও লিগশীর্ষে উঠে গেছে লিভারপুল। ১৫ ম্যাচ শেষে এখন লিভারপুলের পয়েন্ট ৩৪, দুইয়ে থাকা চেলসির ৩৩। তবে এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বরে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি (১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট) খেলছে ওয়াটফোর্ডের মাঠে। সেই ম্যাচে সিটি জিতলে অবশ্য লিভারপুলকে দুইয়ে ও চেলসিকে তিনে ঠেলে সিটিই উঠে যাবে লিগের শীর্ষে।

আপাতত সেসব নিয়ে ক্লপ খুব একটা ভাবছেন বলে মনে হয় না। চেলসি হেরে যাওয়ার পর তাঁর নিজের দলের আজ জয় পাওয়া খুব দরকার ছিল, সেটি লিভারপুল করেছে কী রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ছড়িয়ে! ম্যাচে গোল একটিই হয়েছে, কিন্তু পুরোটা সময় মনে হয়েছে, এই বুঝি এখনই লিভারপুল গোল পেল! ৬৭ শতাংশ বলের দখল রাখা লিভারপুল ম্যাচে শট নিয়েছে ১৭টি, যেখানে উলভসের শট মাত্র ৩টি। কিন্তু শেষ আঁচড়টাই হচ্ছিল না লিভারপুলের। লিভারপুলের জার্সিতে দারুণ ছন্দে থাকা দিয়োগো জোতা দুই অর্ধে দারুণ দুটি সুযোগ নষ্ট করেছেন, এর মধ্যে দ্বিতীয়ার্ধে যেভাবে গোল মিস করেছেন, সেটি তো অবিশ্বাস্য! প্রথমার্ধের শেষদিকে গোলের খুব কাছ থেকে হেড নিয়েও বল পোস্টে রাখতে পারেননি জোতা, প্রথমার্ধের সহজতম সুযোগ সেটিই। তবে দ্বিতীয়ার্ধের সহজতম সুযোগের তুলনায় সেটিও কিছুই নয়! ৬০ মিনিটে লিভারপুল রক্ষণ থেকে ভেসে আসা লম্বা পাসের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে বক্সের বাইরে বাঁ দিকে ভজকট পাকিয়ে ফেলেন উলভসের ডিফেন্ডার রোমান সাইস ও গোলকিপার জোসে সা। সেই সুযোগে বল নিয়ে গোলপোস্টের দিকে ছুটতে থাকেন জোতা। কিন্তু তিনি পোস্টের কাছে যেতে যেতে উলভসের দুই ডিফেন্ডার গোললাইনে চলে আসেন। তবু গোল করার দারুণ সুযোগ ছিল জোতার, কিন্তু তিনি শটটা মারলেন উলভস অধিনায়ক ও ডিফেন্ডার কনর কোডির গায়েই! এরপর সালাহ, মানেদের অনেক চেষ্টা যখন বারবার উলভস রক্ষণে বাধা পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, এবারও বুঝি চেলসির পয়েন্ট হারানোর সুযোগটা লিভারপুল নিতে পারছে না। কিন্তু লিভারপুলের যে একজন ডিভক অরিগি আছেন! লিভারপুলে 'সুপার সাব' হিসেবে নিজের পরিচিতিকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়া বেলজিয়ান স্ট্রাইকার দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝিতে বদলি নেমেছেন। এর যোগ করা পাঁচ মিনিট সময়ের চতুর্থ মিনিটে বল জড়িয়ে লিভারপুলকে ভাসিয়েছেন উচ্ছ্বাসে। এবারও রক্ষণ থেকে ভেসে আসা বল, দারুণ নিয়ন্ত্রণে গায়ে লেগে থাকা ডিফেন্ডারকে ছিটকে ফেলেন মো সালাহ। বক্সে ঢুকে পাস বাড়ান অরিগির দিকে। চকিত ঘুরে দারুণ শটে বল জালে জড়িয়ে দেন লিভারপুল সমর্থকদের প্রিয় ডিভক। ক্লপ লিভারপুলের কোচ হওয়ার পর ম্যাচের ৯০ মিনিটের পর এ নিয়ে ১৩টি ম্যাচ জেতানো গোল পেল লিভারপুল, যা অন্য যেকোনো দলের চেয়ে বেশি!

ক্যাম্প ন্যু-তে বার্সেলোনা সমর্থকেরা হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন, বার্সার যদি অরিগির মতো কেউ থাকত। বেতিসের বিপক্ষে আজ প্রথমার্ধে বার্সার ফুটবলটা হয়েছে ম্যাড়মেড়ে। ১১ মিনিটের মধ্যে ফিলিপ কুতিনিওর দুটি শট ছাড়া তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি বার্সা। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে জাভির দল। তবে বলের দখল বেশ ভালো থাকলেও প্রতিপক্ষ পোস্টের সামনে গিয়ে খেই হারাচ্ছিলেন দেম্বেলে-মেম্ফিসরা। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধে পাল্টা আক্রমণে বেশ কয়েকবার ভুগেছে বার্সা। ৫২ মিনিটেই বার্সা গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের ভুলের সুযোগে বেতিসের হুয়ানমি একবার বল জালে জড়িয়েছিলেন, কিন্তু অফসাইডে গোল বাতিল হয়। তবে ৭৯ মিনিটে আর বাঁচতে পারেনি বার্সা। পাল্টা আক্রমণে উঠে বল জালে জড়ান সেই হুয়ানমিই! শেষ পর্যন্ত সেই গোলই নিশ্চিত করে দিল, বার্সার দায়িত্বে চতুর্থ ম্যাচেই প্রথম হারের মুখ দেখছেন জাভি।

আইপিএলে আহমেদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ বিসিসিআইয়ের

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : ফের আইপিএলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল বেটিং বিতর্ক। আইপিএলের নয়া আহমেদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা যে সংস্থার হাতে গিয়েছে সেই সিভিসি ক্যাপিটাল একাধিক বেটিং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। একাধিক বেটিং সংস্থায় বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে তাঁদের। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অভিযোগ নিয়ে গুঞ্জন চলছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। শেষমেশ বিসিসিআই সিভিসি ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিল।৫৬২৫ কোটি টাকার বিনিময়ে আইপিএলের নতুন আহমেদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা পেয়েছে সিভিসি ক্যাপিটালস। সিভিসির মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকা। ১৯৮১ সালে তৈরি হয় এই ঋণদানকারী সংস্থা। ইউরোপের লুক্সেমবার্গের সংস্থা এটি। এখন তাদের প্রধান দফতর লন্ডনে। বিশ্বের ৭৩টি সংস্থায় বিনিয়োগ রয়েছে সিভিসির। এর আগেও একাধিক খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা। এর আগে ফর্মুলা ওয়ান এবং ভলিবলে বিনিয়োগ করেছে তাঁরা। এমনকী, লা লিগার একটি ক্লাবেও এই সংস্থার মালিকানা আছে বলে সূত্রের দাবি। প্রাক্তন আইপিএল কমিশনার ললিত মোদির দাবি, এই সিভিসি ক্যাপিটাল ইউরোপের একাধিক বেটিং সংস্থায় বিনিয়োগ করে রেখেছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সরাসরি বেটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা কীভাবে আইপিএল দলের মালিকানা পেল।যদিও বোর্ডের অন্দরের সূত্রের খবর, এই কমিটি গঠন নেহাতই আনুষ্ঠানিকতা। সিভিসি ক্যাপিটাল দল কেনায় বিসিসিআইয়ের কোনও নিয়ম লঙ্ঘিত হয়নি। এবং আহেমেদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে দ্রুত ক্লিনচিট দিয়ে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হবে আইপিএলের আগামী মরশুমের নিলামের দিনক্ষণও।

চেলসিকেও ছাড়ল না ওয়েস্ট হাম

গত ৭ নভেম্বর নিজেদের মাঠে লিভারপুলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল ওয়েস্ট হাম। কিন্তু এরপর থেকে গত দুই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে চমক দেখিয়ে চলা দলটা আর জয়ের দেখাই যেন পাচ্ছিল না। উলভারহ্যাম্পটনের মাঠে হেরে গেল, এরপর হারল ম্যানচেস্টার সিটির মাঠেও। ব্রাইটনের বিপক্ষে ১-১ গোলে টানা তিন ম্যাচে জয়হীন থাকায় লিভারপুলের বিপক্ষে জয়ের আনন্দটাই যেন মিলিয়ে যেতে বসেছিল ওয়েস্ট হামের। কিন্তু নিজেদের মাঠে আজ চেলসিকে পেয়ে সে আনন্দ আবার ফিরিয়ে আনল ডেভিড ময়েসের দল। উপলক্ষটাই দারুণ। একে তো চেলসি ম্যাচের আগে ছিল লিগ শীর্ষে থাকা দল, তার ওপর আবার চেলসি আর ওয়েস্ট হাম লন্ডনেরই ক্লাব। 'ডার্বি'তে শেষ পর্যন্ত টমাস টুখেলের দলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট হাম। সেটিও কীভাবে! দুবার পিছিয়ে পড়ার ফিরে এসে শেষ মুহূর্তে গোল করে জয়! গোল খেয়ে ১২ মিনিট পরই তা ফেরত দেওয়ার 'রীতি' মেনে দুবার ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছে ওয়েস্ট হাম। ২৮ মিনিটে কর্নার থেকে ম্যাসন মাউন্টের ক্রসে থিয়াগো সিলভার হেডে এগিয়ে যায় চেলসি। এ গোলে চেলসির এক টুকরা ইতিহাসেও নাম উঠে যায় সিলভার। 'ব্লু'দের ইতিহাসে এখন লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা ৩৭ বছর ৭৩ দিন বয়সী ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। এর আগে চেলসির হয়ে লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলের রেকর্ড ছিল চেলসির কিংবদন্তি আইভরিয়ান স্ট্রাইকার দিদিয়ের দ্রগবার (৩৭ বছর ৪৯ দিন বয়সে, ২০১৫ সালে লেস্টার সিটির বিপক্ষে)।কিন্তু সিলভার গোলে চেলসির এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ ১২ মিনিট পরই হাওয়া। পেনাল্টি থেকে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মানুয়েল লানসিনির গোলে সমতায় ফেরে হ্যামার্স। গোলটার পেছনে চেলসির মিডফিল্ডার জর্জিনিওরই দায় বেশি। কদিন আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে চেলসির ১-১ গোলে ড্র ম্যাচে তাঁর ভুল ব্যাক পাস থেকে গোল পেয়েছিল ইউনাইটেড, আজ আবার একই ভুল জর্জিনিওর। গোলকিপার এদুয়ার্দ মেন্দির উদ্দেশে ইতালিয়ান মিডফিল্ডারের দেওয়া ব্যাক পাসে হিসাবে ভুল হলো, তাতে এমনই চাপে পড়েন মেন্দি যে ওয়েস্ট হামের ফরোয়ার্ড জ্যারড বাওয়েনকে ফেলে দিতে হয় তাঁকে। পেনাল্টি! ম্যান ইউনাইটেডের বিপক্ষে সেদিন নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত জর্জিনিও নিজেই করেছিলেন পেনাল্টি থেকে গোল করে, আজ আর তা হলো না। তবে চেলসির আবার এগিয়ে যেতে সময়ও লাগেনি। ৪৪ মিনিটেই হাকিম জিয়াশের লম্বা পাসে নিখুঁত ভলিতে গোল করেন ম্যাসন মাউন্ট। এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় চেলসি। তখন কে ভেবেছিল, চেলসি হারতে পারে! সম্ভাবনার হিসাব-নিকাশের বেলায় পরিসংখ্যান এসে জানাচ্ছিল, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে ম্যাচের পর আজকের আগে লিগে ৪৭ ম্যাচে কখনো এগিয়ে থেকে বিরতিতে যাওয়ার পর ম্যাচে হারেনি চেলসি।

SATYADEO NARAIN ARYA
GOVERNOR : TRIPURA

सत्यदेव नारायण आर्य
राज्यपाल : त्रिपुरा

MESSAGE

October 26, 2021

On the occasion of the Armed Forces Flag Day 2021, I extend my best wishes and greetings to all the defence personnel, Ex-servicemen, War veterans, War widows & their families.

Every year, 7th December is celebrated as 'Armed Forces Flag Day' to show your solidarity & respect towards dedicated & selfless efforts made by our defence personnel in defending the sovereignty & integrity of our nation. Every citizen is proud of the Nation's Armed Forces, who have always stood steadfast in defending our borders, protecting our homeland from terrorist activities & also during natural calamities.

I sincerely appeal all the citizens of Tripura to contribute maximum towards the 'Armed Forces Flag Day Fund' which is utilized for the welfare activities of defence personnel.

Jai Hind,

(Satyadeo Narain Arya)

ICA/D/1385/2021-22

ডিক্লেয়ার করল ভারত
নিউজিল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য ৫৪০ রান

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : দ্বিতীয় দিনই আভাসটা পাওয়া গিয়েছিল। আজ তৃতীয় দিন সেটাই করল ভারত। নিউজিল্যান্ডের সামনে রানের পাহাড় গড়ল টিম ইন্ডিয়া। কিউইদের বিরুদ্ধে বিরাট রানের লক্ষ্য দিতে চেয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা। রবিবার প্রায় দুটো সেশন ব্যাট করল ভারত। এদিনও অর্ধশতরান পেলেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। শুভমন তিন রানের জন্য অর্ধশতরান পাননি। বিরাট কোহলি করেছেন ৩৬ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৭৬ রানে ইনিংস ঘোষণা করেন বিরাট। লিড ৫৩৯ রানের। হাতে রয়েছে প্রায় আড়াই দিন। এবার পরীক্ষা ভারতীয় বোলারদের।

গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ৬৯। ময়ঙ্ক ৩৮ ও পূজারা ২৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৩২ রানে এগিয়েছিল। আজ সকালে প্রথমে আউট হন ময়ঙ্ক। তিনি ১০৮ বলে ৯টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কার সাহায্যে ৬২ রান করেন। পূজারার ৯৭ বলের ইনিংসে ছিল ৬টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা। ১৪ রান করে তাঁর বলে আউট হলেন শ্রেয়স আয়ার। ৩৬ রানের মাথায় বিরাট কোহলিকে বোল্ড করলেন রচিন রবীন্দ্র। রচিন রবীন্দ্রর বলে ১৩ রানে আউট ঋদ্ধিমান সাহা। জয়ন্ত যাদব আউট হতেই ৭ উইকেটে ২৭৬ রানে ডিক্লেয়ার করলেন বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য ৫৪০ রান।

বড় লিডের পথে ভারত কোহলিরা লাঞ্চের পর ৫০১ রানের লিড

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ হওয়ার পর দারুণ জমিতে ভারতীয় দল। এখন দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত এগিয়ে ৫০১ রানে। এই ইনিংসে এখনও পর্যন্ত ৭ উইকেটে ২৭৬ রান করেছে ভারতীয় দল। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ রান করেন ওপেনার ময়ঙ্ক আগরওয়াল। ৪৭ রান করেন অপর ওপেনার চেতেশ্বর পূজারা। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের দু'টি উইকেটই নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বাঁ হাতি স্পিনার আজাজ পটেল। প্রথম ইনিংসে তিনি একাই ভারতের ১০টি উইকেট নেন। এই ম্যাচে এখনও পর্যন্ত তাঁর ১২টি উইকেট নেওয়া হয়ে গেল। গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ৬৯। ময়ঙ্ক ৩৮ ও পূজারা ২৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৩২ রানে এগিয়েছিল। আজ সকালে প্রথমে আউট হন ময়ঙ্ক। তিনি ১০৮ বলে ৯টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কার সাহায্যে ৬২ রান করেন। পূজারার ৯৭ বলের ইনিংসে ছিল ৬টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা।

ওয়াংখেড়েতে সুনীল গাওস্করের রেকর্ড স্পর্শ করলেন ময়াঙ্ক

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : রবিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুনীল গাওস্করের রেকর্ড ছুঁলেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। গড়লেন এক বিরল রেকর্ড। ওয়াংখেড়েতে তৃতীয় ভারতীয় ওপেনার হিসাবে পরপর দু ইনিংসে অর্ধশতানের বেশি স্কোর করলেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। প্রথম ইনিংসে ১৫০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ রান করলেন ময়াঙ্ক।

প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। তাঁর হাত ধরেই ভারত টপকেছিল ৩০০ রানের গন্ডি। দ্বিতীয় ইনিংসে ময়াঙ্কের চোখ ছিল ফের একটা শতরানের। সপ্তম ভারতীয় হিসাবে পরপর দু ইনিংসে শতরান করার নজির গড়ার লক্ষ্যে নেমেছিলেন তিনি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয়নি। ৬২ রানেই থামতে হয়েছিল ময়াঙ্ক আগরওয়ালকে। সপ্তম ভারতীয় হিসাবে পরপর দু ইনিংসে শতরান করার রেকর্ড গড়তে পারেননি ঠিকই। কিন্তু সুনীল গাওস্করের তালিকায় নিজের নাম তুলে ফেললেন ঠিকই। ১৯৭৮ সালে ওয়াংখেড়েতেই সুনীল গাওস্কর করেছিলেন ২০৫ ও ৭৩ রান। তাদের এলিট তালিকায় নতুন নাম এখন ময়াঙ্ক আগরওয়াল।

ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নপূরণ হল না সিন্ধুর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের পর এই প্রথমবার ফের পদক জয়ের সুযোগ এসেছিল পিভি সিন্ধুর সামনে। কিন্তু পারলেন না। বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসের ফাইনালে হেরে গেলেন পিভি সিন্ধু। দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যান সেওংয়ের কাছে স্ট্রেট গেমে হারলেন তিনি।

টোকিও অলিম্পিকে পদক জয়ের পর বেশ কয়েকদিন ব্যাডমিন্টন কোর্ট থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সিন্ধু। কিন্তু কোর্টে ফেরার পর থেকেই সাফল্য হাতছাড়া তাঁর। একের পর এক প্রতিযোগিতায় কখনও কোয়ার্টার ফাইনালে তো কখনও সেমিফাইনালে পৌঁছেও শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে হায়দারাবদী তরুণীকে।

বছরের শেষে বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুরে নেমেচিলেন পুরসালা ভেঙ্কটাইয়া সিন্ধু। দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী একানে ইয়ামাগুচিকে সেমিফাইনালের দীর্ঘ লড়াইয়ে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন তিনি। সেই থেকেই সিন্ধুর সোনা জয়ের আশা জেগেছিল সকলের মনে।

কিন্তু ফাইনালের মঞ্চে যেন সেই লড়াইটাই করতে পারলেন না সিন্ধু। দক্ষিণ কোরিয়ার তরুণ তারকার কাছে ১৬-২১, ১২-২১ গেমে হেরে গেলেন সিন্ধু। লড়াই করার কোনও সুযোগই এদিনের ম্যাচে পাননি তিনি। শুরু থেকেই এগিয়েছিলেন কোরিয়ার সেওয়ং। ম্যাচের দখল একবারও নিতে পারেননি সিন্ধু। বছরের শেষে সোনার পদক গলায় তোলার ইচ্ছা থাকলেও, রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের তারকা শাটলারকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার রাজ্যে এলেন বিজেপির প্রদেশ প্রভারী বিনোদ সোনকার। ছবি নিজস্ব।

জয়পুরে ওমিক্রণ আক্রান্ত একই পরিবারের ৯ সদস্য, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : চাকুলিয়ার কিশোর বিশাল সাউয়ের খুনের কয়েকঘন্টার মধ্যেই রহস্যভেদ করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হল বিশালের স্কুলেরই এক ছাত্রকে। তবে খুনের মোটিভ নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রহস্যের শিকড়ে পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অমিত বিশ্বাস। এলাকারই এক হিন্দিভাষী যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল তার দিদির। কিন্তু কোনও কারণে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তীতে এক বাঙালি ছেলের সঙ্গে অমিতের দিদির বিয়ে ঠিক হয়। ১৩ ডিসেম্বর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তদন্তকারী সূত্রে খবর, সম্ভবত অমিতের মনে ধারণা তৈরি হয়েছিল যে প্রেমিকের সঙ্গে দিদির বিচ্ছেদে যোগ রয়েছে বিশালের। সেই কারণেই পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে তাকে। তবে কারণ নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। এদিকে ধৃতের মায়ের দাবি, মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতেই তাঁর ছেলেকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কানকি জৈন বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্র অমিত বিশ্বাস। স্কুল সূত্রে খবর, বরাবরই অন্য ছাত্রদের থেকে আলাদা সে। ছোট থেকেই স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি টাকা নিয়ে স্কুলে আসত। সহপাঠীদের সঙ্গে অশান্তি করত। সব মিলিয়ে তার আচরণে অতিষ্ঠ ছিল ওই স্কুলের শিক্ষক, পড়ুয়া সকলেই। একাধিকবার কাউন্সেলিংয়ের চেষ্টা করা হয় স্কুলের তরফে। ডেকে পাঠানো হয় মাকেও। একটা পরিবর্তন ও তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে। কিন্তু লকডাউনে দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকার ফলে ফের বদলে যায় অমিত। তবে সে যে এতটা নৃশংস ঘটনা ঘটাতে পারে, তা ভাবতেও পারেননি স্কুলের শিক্ষককরা।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের কানকি ফাঁড়ি এলাকার মাটিয়াড়ির বাসিন্দা বিশাল সাউ। সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সে। পড়ত কানকি জৈন বিদ্যামন্দিরে। শনিবার পাবজি খেলার নাম করে বন্ধুরা বিশালকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর আর বিশালের খোঁজ মেলেনি। রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি কিশোর। পরিবারের সদস্যরা এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলেও কোনও লাভ হয়নি। রবিবার সকালে বাড়ির রান্নাঘরের পিছনে পরিত্যক্ত এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই যুবককে খুনের অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে অমিতকে।

আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের হাতে চার লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট

তামুলপুর (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হিংসার পথ ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য বড়োল্যান্ডের উগ্রপন্থী সংগঠন 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড' সংক্ষেপে এনএলএফবি-র বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন ক্যাডারদের হাতে চার লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ রবিবার বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর অন্তর্গত তামুলপুরে আয়োজিত এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএফবি-র ১১০৫ জন প্রাক্তন ক্যাডারের হাতে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। সরকার প্রদত্ত এই অর্থের সদ্ব্যবহার করে রাজ্যে অর্থনৈতিক আন্দোলন শুরুর মাধ্যমে আত্মনির্ভর অসম গড়ার প্রচেষ্টায় সহায় করতে এনডিএফবি-র প্রাক্তন ক্যাডারদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শৈক্ষিক সাবলীকরণের পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করারও আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের পুনঃসংস্থাপন কর্মসূচিতে যে সকল প্রাক্তন এনডিএফবি ক্যাডার বাদ পড়েছেন, তাদের তৃতীয় দফার পুনঃসংস্থাপন প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে সেই সব ক্যাডারদের যোগদানেও রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা যায়। বিটিআর-এ বসবাসরত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বড়ো ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বড়ো ভাষায় লেখার অনুমতি দেওয়ার কথাও সরকার চিন্তাভাবনা করছে। ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত বড়ো চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

পাশাপাশি, রাজ্যে শান্তির এক নতুন যুগের সূচনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী বড়ো নেতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজকের অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন দুই মন্ত্রী উর্খাওগৌরা ব্রহ্ম, অশোক সিংঘল, বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো, রাজ্য পুলিশের বিশেষ সঞ্চালকপ্রধান এলআর বিষ্ণই, গৃহ বিভাগের প্রধানসচিব নিরোজ বার্মা প্রমুখ।

নাগাল্যান্ডের ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): 'ভুলবশত' সন্ত্রাসবাদী ভেবে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নাগাল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে ১২ জন গ্রামবাসী। নাগাল্যন্ডের মন জেলায় ওটিং গ্রামে সন্ত্রাসদমন অভিযান চালানোর সময় নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তাতেই মারা যান গ্রামবাসীরা। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এক জওয়ানেরও মৃত্যু হয়েছে। গ্রামটি মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দিকে আঙুল তুলে রাহুল রবিবার জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আসলে করছেটা কী! সরকারের কাছ থেকে সত্যিকারের জবাব চেয়েছেন রাহুল। তিনি টুইট করে লিখেছেন, 'আমাদের নিজের ভূমিতে সাধারণ মানুষ অথবা সুরক্ষা বাহিনী কেউ সুরক্ষিত নয়।' সূত্রের খবর, একটি পিক-আপ ভ্যানে করে ওটিং গ্রামে ফিরছিলেন গ্রামবাসীরা। 'সন্ত্রাসবাদী' ভেবে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

দীর্ঘক্ষণ না ফেরার তাদের খুঁজতে বের হন গ্রামের অন্যান্যরা। একটি ট্রাকের মধ্যে তাদের দেহগুলি উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অসম রাইফেলস-এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির ঘটনায় শোকপ্রকাশ মমতার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১৩ গ্রামবাসীর মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানো ছাড়াও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মমতা। ঘটনার উপযুক্ত তদন্তএবং নিহতদের প্রতি সুবিচারের দাবিতেও সরব হয়েছেন তিনি। শনিবার রাতে ওটিঙে জঙ্গি দমন অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৩ গ্রামবাসীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে লিখেছেন, 'নাগাল্যান্ডের ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যসভায় নষ্ট ৫২ শতাংশ সময়

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : বিরোধীদের হই-হট্টগোল আর বিক্ষোভের জেরে শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যসভায় নষ্ট হল ৫২ শতাংশ সময়। সপ্তাহের প্রথম ৩ দিন প্রায় অচল ছিল সংসদের উচ্চকক্ষ। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজ্যসভায় স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছে। প্রথম সপ্তাহে রাজ্যসভায় কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল এবং ড্যাম সেফটি বিল পাস হয়েছে।

বাদল অধিবেশনে সংসদে অধিবেশনে বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগে শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন সাসপেন্ড করা হয় ১২ জন সাংসদকে। শীতকালীন অধিবেশনের বাকি দিনগুলিতে এই সাংসদরা রাজ্যসভায় ঢুকতে পারবে না বলে জানানো হয়। এর পর থেকেই রাজ্যসভা অচল হতে শুরু করে। একাধিক বার অধিবেশন মুলতুবিও হয়ে যায়।

বিরোধীরা এই সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বলে ব্যাখ্যা করেন। যদিও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু সাফ জানিয়ে দেন, এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। এর পর সাসপেন্ডেড সাংসদরা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা শুরু করেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, সাংসদরা ক্ষমা চাইলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৩৩ মিনিট বেশি অধিবেশন চলেছে। এর ফলে গত সপ্তাহের প্রোডাক্টিভিটি ৪৯.৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার প্রোডাক্টিভিটি সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই দুদিনের প্রোডাক্টিভিটি যথাক্রমে ৯৫ শতাংশ এবং ১০০ শতাংশ।

শুক্রবার নির্ধারিত সময় আড়াই ঘণ্টার পুরোটাই প্রাইভেট মেম্বার বিলের জন্য ব্যয় হয়েছে। শেষ বার এমনটা হয়েছিল ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনে। তবে বিরোধীদের হই-হট্টগোল, বিক্ষোভের মধ্যে গত সপ্তাহে রাজ্যসভায় দুটি বিল পাস হয়েছে। সে গুলি হল- কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল এবং ড্যাম সেফটি বিল।

নাগাল্যান্ডের ঘটনায় শোক প্রকাশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার তিনি টুইট করে নাগাল্যান্ডের মন জেলায় ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারের উদ্দেশ্যে তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো যাতে ন্যায়বিচার পাননি ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি টুইটে জানিয়েছেন। সেনাবাহিনী এদিন এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। সেনাবাহিনী স্থানীয় মানুষের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুবাই যাওয়ার পথে জ্যাকলিনকে আটকানো হল মুম্বই বিমানবন্দরে

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স) : মুম্বই বিমানবন্দরে বলিউড নায়িকা অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের পথ আটকানো হল। ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট)-র নোটিসের পরেই এই ঘটনা ঘটল। ২০০ কোটি টাকার প্রতারণার মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে জ্যাকলিনের বিদেশ যাওয়া আটকে গেল।

সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার জ্যাকলিন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুবাই যাচ্ছিলেন। ইডির এক সূত্রে জানা গিয়েছে, নায়িকার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করেছে ইডি। এ বার তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

প্রতারণায় অভিযুক্ত সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠেছে। আর্থিক প্রতারণার একটি মামলায় চার্জশিট পেশ করেছে ইডি। সেখানে সুকেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে, এক ওষুধ সংস্থার প্রাক্তন মালিক শিবেন্দ্র সিং এবং মালবেন্দ্র সিংয়ের পরিবারের সঙ্গে ২০০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছিলেন সুকেশ এবং তাঁর স্ত্রী লিনা পল। সেই মামলায় গ্রেফতার হন দম্পতি। গত অক্টোবর মাসে ২০০ কোটি টাকার প্রতারণার মামলায় ইডির তরফে একাধিক বার জেরা করা হয় জ্যাকলিনকে।

চার্জশিটে লেখা রয়েছে, সুকেশের সঙ্গে জ্যাকলিনের কথোপকথন শুরু হয় চলতি বছরের শুরুর দিকে। তার পরেই বলি-নায়িকাকে উপহার পাঠানো শুরু করেন সুকেশ। চারটি পার্সি বিড়াল (যার মধ্যে একটির মূল্য ৯ লক্ষ টাকা), ৫২ লক্ষ টাকার ঘোড়া, গয়নাগাটি, চিনামাটির তৈরি বাসনপত্র পাঠিয়েছেন সুকেশ।

নাগাল্যান্ডে 'নাগরিক' হত্যাকাণ্ড 'হর্নবিল উৎসব'-এ অংশগ্রহণ করবে না 'কন্যাক ইউনিয়ন' ও ইএনপিও

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি বর্ষণের ফলে ১৩ জন 'সাধারণ নাগরিক'—এর মৃত্যুর প্রতিবাদে কোহিমার কিসামায় চলমান রাজ্যের প্রধান উৎসব 'হর্নবিল উৎসব'-এ অংশগ্রহণ করবে না 'কন্যাক ইউনিয়ন'। প্রসঙ্গত, এর আগে আজ সকালে এ ঘটনার প্রতিবাদে ছয়টি নাগা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত 'দ্য ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিউপিলসঅর্গানাইজেশন' (ইএনপিও) হর্নবিন উৎসবে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নাগাদের অন্যতম গোষ্ঠী কন্যাক সম্প্রদায়ের সংগঠন 'কন্যাক ইউনিয়ন'-এর অভিযোগ, সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে গ্রামের নিরীহ, সাধারণ, গরিব ১৩ জন নাগরিককে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনী এখন বলছে, জঙ্গি বলে ভুলবশত গুলি করে তাদের মারা হয়েছে। তাই তাদের সংগঠন 'কন্যাক ইউনিয়ন' চলমান 'হর্নবিল উৎসব'—এ অংশগ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করেছে। এছাড়া সংগঠনটি অতি সত্বর সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন-১৯৫৮ (আফসপা) প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে।

'কন্যাক ইউনিয়ন'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এক বিবৃতি জারি করে 'হর্নবিল উৎসব'-এর নোডাল অফিসার জানান, গতকাল ৪ ডিসেম্বর মন জেলার ওটিং গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় ১৩ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে 'কন্যাক ইউনিয়ন' চলমান হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল-২০২১-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে বলে ঘোষণা করেছে।

১২৭.৬১-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ মনসুখ বললেন অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১২৭.৬১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ কোটি ০৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০৭ বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,২৭,৬১,৮৩,০৬৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এই টিকাকরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে যোগ্য জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি প্রাপক সম্পূর্ণরূপে টিকা পেয়েছেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানিয়েছেন, 'এটি অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত।'

ভারতে ৬৪.৭২-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১২,২৬,০৬৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৪,৭২,৫২,৮৫০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,২৬,০৬৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮৯৫ জন।

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ এর একাংশ রবিবার সাংগঠনিক সভায় মিলিত হয় আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ২,৭৯৬ বেড়ে মৃত্যু ৪.৭৩-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে সামান্য বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে। রবিবারের ডাটাবেসে ২,৪২৬ জনের মৃত্যু যুক্ত করেছে বিহার এবং কেরল বকেয়া থাকা ২৬৩ জনের মৃত্যু যুক্ত করেছে ডাটাবেসে। ফলে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৪.৭৩ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮৯৫ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় ডাটাবেসে ২,৭৯৬ জনের মৃত্যু যুক্ত করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬,৯১৮ জন, ভারতে সুস্থতার হার ৯৮.৩৫ শতাংশে থমকে রয়েছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৯,৯১,৫৫-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ৮১৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৯ শতাংশ রোগী ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১ কোটি ০৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,২৭,৬১,৮৩,০৬৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,৭৯৬ জনের মৃত্যু ডাটাবেসে যুক্ত হওয়ার পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৩,৩২৬ জন (১.৩৭ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা অনেকটাই বাড়ল, শনিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৯১৮ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪০,৬০,৭৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৫ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রীর হর ঘর জল স্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্যে মিশন মুডে কাজ চলছে ঃ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যে ২০২২ সালের মধ্যে জলজীবন মিশনে প্রতিটি নাগরিকের বাড়িতে পাইপলাইনে স্বচ্ছ পানীয়জল পৌঁছে দিতে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হর ঘর জল স্প্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্যে মিশন মুডে কাজ চলছে। আজ খোয়াই জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে খোয়াই জেলাভিত্তিক জলজীবন মিশনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে খোয়াই জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক উচ্চপর্যালয়ের পর্যালোচনা বৈঠকে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সুযোগ্য নির্দেশনা ও পরিচালনায় ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের বাড়িতে পাইপলাইনে স্বচ্ছ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কাজ করছে। পর্যালোচনা বৈঠকে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী জলজীবন মিশন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। তিনি এই মিশনের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, ভিশন ডকুমেন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে স্বচ্ছ পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই মিশন ১০০ শতাংশ সফল করতে রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের সহায়তা করবে। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী জনকল্যাণে গৃহীত সরকারি প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। সভার শুরুতে খোয়াই জেলার বিভিন্ন মহকুমায় জলজীবন মিশনের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। মহকুমার নির্বাহী বাস্তুকারগণ ও সহকারি বাস্তুকারগণ জলজীবন মিশনের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন। জেলায় বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে, এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কি কি সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।